চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 November, 2019 ■ আগরতলা, ২৯ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ঃ ভাবাবেগ বুঝতে মহাবৈঠকের ডাক দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওয়া বুঝতে চাইছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাই, মহাবৈঠকের ডাক দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার রাত নয়টায় তাঁর সরকারি বাসভবনে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। চলবে শনিবারও। তাতে রাজ্য থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন কংগ্রেস, সিপিএম, আইএনপিটি, আইপিএফটি-সহ রাজ্যের ছাত্র সমাজ, আইন বিশেষজ্ঞ, এনজিও, জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণও। প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগ দিতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দিল্লি ছুটে গেছেন। ত্রিপুরার দুই সাংসদও ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। অবশ্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলিকেও ডেকেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে মতামত জানতে রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণকে দিল্লি ডেকেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামীকাল ওই বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে অন্যান্যদের পাশাপাশি প্রদ্যুতেরও আলোচনা হবে। এ-বিষয়ে প্রদ্যুতের দাবি, ত্রিপুরা দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে একাধিকবার শরণার্থীদের থাকার জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে। ফলে, নতুন করে বোঝা নেওয়ার ক্ষমতা নেই আমাদের। জনজাতিদের ওই সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝতে হবে।

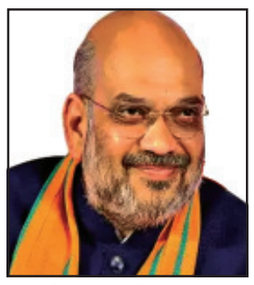

প্রসঙ্গত, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাস করাতে চাইছে। ফলে সারা দেশের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের ভাবাবেগ মেপে নেওয়াও প্রয়োজন বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজপরিবারের সদস্য

প্রদ্যুৎকিশোর জানিয়েছেন, গত ১৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ব্রু শরণার্থীদের বিষয়ে আলোচনার সময় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়েও কথা হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিবেদন করেছিলাম নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করার আগে আমাদের সমস্যা শুনুন।

প্রদ্যুতের বক্তব্য, ত্রিপুরায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে একাধিকবার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, ১৯৪০ সালে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন মহারাজা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তেমনি ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে দাঙ্গা হাওয়ায় সেখান থেকে আগত হাজার হাজার শরণার্থীকে রাজ্যে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রদ্যুতের দাবি, ১৯৪৮ সালে কাঞ্চনপুরে মহারানি কাঞ্চনপ্রভা দেবী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য ৩০০ একর জমি বরাদ্দ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ১৯৫৬, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, এদেশে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে একাধিকবার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন পুনরায় বোঝা নেওয়ার ক্ষমতা নেই আমাদের, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার জনজাতিদের ত্যাগের ইতিহাস রয়েছে। তা কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝতে হবে। তাদের সমস্যা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

প্রদ্যুৎ জানিয়েছেন, গত ১৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করার আগে এই রাজ্যের নাগরিক সমাজের মতামত নিতে বলা হয়েছিল। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ডেকেছেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার ছাত্র সমাজ, আইন বিশেষজ্ঞ, এনজিও, জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সদস্যদের সাথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনএলএফটি'র অস্তিত্ব এখনও রয়েছে

উন্মুক্ত সীমান্ত বিএসএফের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ ঃ আইজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। উন্মুক্ত সীমান্ত ত্রিপুরায় বিএসএফের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তাদের হাত বেঁধে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বিএসএফের। বৃহস্পতিবার বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সলোমোন ইয়াশ কুমার মিঞ্জ এভাবেই তাদের কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এবং নানা জটিলতায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। এদিকে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটির ঘাঁটি রয়েছে বলে দাবি করেছেন আইজি। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যে পাচারের পদ্ধতিগত পরিবর্তন হয়েছে। ফেন্সিডিল কিংবা গাঁজার বদলে ইয়াবা টেবলেটের পাচার বেড়েছে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় বিএসএফের ১৮টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে। সীমান্ত নিরাপত্তায় অতন্দ্র প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছেন বিএসএফ জওয়ানরা। তাই ত্রিপুরায় সীমান্ত অনেকটাই নিরাপদে রয়েছে। তাঁর কথায়, সিপাহিজলা জেলার শ্রীমন্তপুর ভারত-বাংলা সীমান্ত নেশাসামগ্রী পাচারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া দক্ষিণ সাব্রুমের সীমান্ত দিয়ে গবাদি পশু পাচার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। তবে, বিএসএফের কড়া নজরদারির কারণে এখন ওই সীমান্ত দিয়েও পাচার অনেকটাই কমেছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি বলেন, ত্রিপুরায় সব ঋতুতে বন্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হচ্ছে বিএসএফকে। তাঁর কথায়, আপাতত ত্রিপুরায় ৬৬ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায়

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি সলোমোন ইয়াশ কুমার মিঞ্জ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

৮৫৬ কিলোমিটার সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে বিএসএফ। প্রতিদিন নতুন অধ্যায় রচিত হচ্ছে। কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও একটি সংগঠিত দল হিসেবে বিএসএফ প্রতিনিয়ত সীমান্ত সুরক্ষা করে চলেছে।

তিনি জানান, ভৌগোলিকগত অবস্থানের কারণে ত্রিপুরায় পুরো সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সীমান্তের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে নদী। তাছাড়া, জমি জটের কারণেও সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে জটিলতা হচ্ছে। এদিন তিনি দাবি করেন, উন্মুক্ত সীমান্ত ত্রিপুরায় পাচার বাণিজ্য কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজে অগ্রগতি হচ্ছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি বলেন, ত্রিপুরায় সীমান্ত রক্ষায় তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। অবশ্য, ত্রিপুরায় ভারত-বাংলা সীমান্ত পাকিস্তান সীমান্তের সমতুল্য নয়। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সীমান্তে প্রহরার সময় জওয়ানরা নন ল্যাথেল অস্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁর দাবি, অনেক ক্ষেত্রে পাচারকারীদের প্রতিরোধ করার সময় জওয়ানদের আক্রমণের মুখে পড়তে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূমিকম্প মোকাবিলায় মেগা মহড়া। বৃহস্পতিবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

কৈলাসহরে অপহৃতা নাবালিকা উদ্ধার, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। কৈলাসহর মহকুমার ইরানী থানার অধীনে ইরানী গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের যোল্ল বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে অপরহরণ করে নিয়ে যায় সেলিম আলী নামে এক ব্যাক্তি। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর ইরানী থানার পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে এবং অপহরণকারী সেলিম আলীকে গ্রেপ্তার করে।

অপহরণের ঘটনা সম্পর্কে নাবালিকার বড় ভাই জানান যে, গত ছাব্বিশ নভেম্বর সন্ধ্যার পর থেকে ছোট বোনকে বাড়িতে না পাওয়ায় রাতে ইরানী থানায় মিসিং ডায়েরী করা হয়েছিল। পরের দিন অর্থাৎ সাতাশ নভেম্বর রাত অনুমানিক আড়াইটার সময় গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে সেলিম আলীর এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ি থেকে। পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তোলে দেয় রাত সাড়ে তিনটার সময়। এর পর নাবালিকার বড় ভাই আটাশ নভেম্বর বেলা সাড়ে তিনটায় ইরানী থানায় সেমিল আলীর বিরুদ্ধে অপহরণ সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ করেন। সেলিম বর্তমানে ইরানী থানার গারদে রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহারাষ্ট্রে ঠাকরে সরকার উপমুখ্যমন্ত্রীত্ব নিয়ে হৈ চৈ

মুম্বই, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : প্রায় এক মাস ধরে চলতে থাকা মহারাষ্ট্রে সরকার গড়ার রাজনৈতিক টানাপোড়েনের যবনিকাপতন। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন উদ্ধব ঠাকরে।

সেন্ট্রাল মুম্বইয়ের ঐতিহাসিক শিবাজি পার্কে রাজ্যপাল ভগতসিং কোশিয়ারি শপথবাক্য পাঠ উদ্ধব ঠাকরেকে। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রয়াত বালসাহেব ঠাকরের পরিবারের তরফ থেকে এই প্রথম কোনও সদস্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এছাড়াও এদিন শপথ নেন শিবসেনার একনাথ শিন্ডে, সুভাষ দেশাই, এনসিপি নেতা জয়ন্ত পাটিল, ছগন ভুজওয়াল।

উল্লেখ করা যেতে পারে আড়াই বছরের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদ ভাগ করে নেওয়া নিয়ে বিবাদের

মহারাষ্ট্র

জেরে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এনসিপি ও কংগ্রেসের হাত ধরে শিবসেনা। বছর ৫৯ উদ্ধব ঠাকরে হলেন শিবসেনার তিন নম্বর নেতা যিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসলেন। এর আগে শিবসেনার তরফে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসেছিলেন মনোহর যোশী, নারায়ণ রাণে। এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএমকে প্রধান এম কে স্ট্যালিন, কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কলন নাথ, এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার।

এদিকে, মহারাষ্ট্রে উপমুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস দলে হৈ চৈ শুরু হয়েছে। এনসিপি-পক্ষ থেকে যখন রাজ্য সভাপতি জয়ন্ত প্যাটেলকে মন্ত্রী করার নির্দেশ দিয়েছিল, তখন থেকেই অজিত পওয়ার 'নট রিচেবেল' হয়ে উঠেছেন। অজিত পওয়ারের অনুরাগীরা তাঁর বাসভবনের সামনে জড়ো হয়ে তাঁকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করার দাবি তুলেছেন। তবে এনসিপি সূত্রে জানা গিয়েছে, অজিত পওয়ার সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন এবং বিকেল ৫ টায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। শিবসেনার মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন মুখ্যসচিব হচ্ছেন মনোজ কুমার ডানা ছাটাই করা হল কুমার অলকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হচ্ছেন মনোজ কুমার। বর্তমান মুখ্যসচিব ডা. ইউ ভেঙ্কটশ্বরলু'র স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। এদিকে, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলকের ডানা ছাটাই করা হয়েছে। তাঁকে স্বরাষ্ট্র এবং সাধারণ প্রশাসন (পিএন্ডটি) দপ্তরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মূলত, আজ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে রদবদল করা হয়েছে।

আগামী ৩০ নভেম্বর অবসরে যাচ্ছেন মুখ্যসচিব ডা. ইউ ভেঙ্কটশ্বরলু। তাই, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মনোজ কুমারকে নতুন মুখ্য সচিব পদে নিয়োগে আজ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাঁকে কারা এবং দমকল বাহিনী ছাড়া স্বরাষ্ট্র দপ্তর, অর্থ দপ্তর, সাধারণ প্রশাসন (কনফিডেন্সিয়েল ও কেবিনেট) এবং সাধারণ প্রশাসন (পিএন্ডটি) দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সাধারণ প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে রদবদল করা হয়েছে। সাধারণ প্রশাসনের যুগ্ম সচিব ডা. সমিত রায় চৌধুরী রদবদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশকে বন ও পানি সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব কুমার অলককে কারা এবং দমকল বাহিনী ছাড়া স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং সাধারণ প্রশাসন (পিএন্ডটি) দপ্তর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব শযীরঞ্জন কুমারকে বিদ্যুৎ দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া, প্রধান সচিব এল ডার্লংকে সাধারণ প্রশাসন (পিএন্ডটি) দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁকে মুখ্য সচিবকে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। এদিকে, বিশেষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় মারুতি-অটো মুখোমুখি সংঘর্ষ গুরুতর আহত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজালেও পথ দুর্ঘটনা কিছুতেই হ্রাস পাচ্ছে না ত্রিপুরায়। প্রতিদিন কোথাও না-কোথাও সংঘটিত হচ্ছে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। এ লব দুর্ঘটনায় অনেকের জীবনদীপ নিভে যাওয়ার পাশাপাশি অনেকে আবার জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে ঘরে বসতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনই এক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মোট সাতজন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন কদমতলা-ধর্মনগর জাতীয় সড়কের বড়গুল এলাকায়। আহতরা বর্তমানে ধর্মনগর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গতকাল রাত অনুমানিক নয়টা নাগাদ বড়গুল এলাকায় টিআর ০৫ ২৫৩৪ নম্বরের যাত্রীবাহী একটি অটো রিকশা ধর্মনগর থেকে কদমতলা আসার পথে অপর দিক থেকে আগত টিআর ০২ ডি ০৬২২ নম্বরের মারুতি অলটো গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অল্টোর ধাক্কারয় যাত্রীবাহী অটোটি সড়কের ওপর দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন সাত যাত্রী। তাঁরা বিজিতা নাথ (১৩), অবোধ নমশূদ্র (৪০), স্বপ্না নমশূদ্র (৩৫), সহদেব নমশূদ্র (১৯), বিভাস নাথ (২০), অসীম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের আট জেলায় ৪৫টি স্থানে ভূমিকম্প মোকাবিলায় মেগা মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ত্রিপুরার আটটি জেলার ৪৫টি স্থানে আজ এক সঙ্গে ভূমিকম্প মোকাবিলার ওপর মেগা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দফতর ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে বৃহসপতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুটো পর্যন্ত এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান রাজস্ব দফতরের প্রধানসচিব বরুণকুমার সাহু।

তিনি বলেন, আজকের এই মহড়ায় ভূমিকম্পের সময় এবং তার পরবর্তীতে আহত ও বিভিন্ন স্থানে আটকে যাওয়া মানুষদের উদ্ধার ও ত্রাণকার্য বিষয়ে কৌশল প্রদর্শিত হয়েছে। সম্ভাব্য ভূমিকম্পে আহত মানুষদের উদ্ধার করে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার বিষয়ে কৌশল প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্পের পরবর্তী সময় দুর্গতদের মধ্যে খাবার, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তা সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলি জরুরি ভিত্তিতে কীভাবে ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয়গুলি মহড়ায় তুলে ধরা হয়েছে, বলেন তিনি।

ভূমিকম্প মোকাবিলার ওপর আয়োজিত আজকের এই মেগা মহড়ায় এনডিআরএফ, সিআইএসএফ, বিএসএফ, সেনা, আসাম রাইফেলস, ত্রিপুরা পুলিশ, টিএসআর, ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, পূর্ত দফতর, রেডক্রস সোসাইটি এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধানসচিব সাহু বলেন, ভূমিকম্প কখন হবে তা কেউ বলতে পারেন না। কিন্তু আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আজ প্রতিটি স্থানে ভূমিকম্পের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কীভাবে এর মোকাবিলা করা যায় সেই বিষয়ে মেগা মহড়া সংগঠিত করা হয়েছে।

তিনি জানান, আগরতলায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে গুর্খাবস্তির অরণ্যভবন, হিন্দি স্কুল এবং উমাকান্ত অ্যাকাডেমিতে। স্টেট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার উপনির্বাচনে তিনটিতেই জয়ী তৃণমূল

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর (হি.স): বিধানসভার উপনির্বাচনের তিনটি আসনের তিনটিতেই জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। যার মধ্যে কালিয়াগঞ্জ ও খড়গপুর সদরে প্রথমবার জিতল তৃণমূল। করিমপুরেও পুনরায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। উপনির্বাচনে ৩-০ ফলাফলকে একদিকে 'মানুষের আশীর্বাদ' ও 'বিজেপির ঔদ্ধত্যের ফল' বলে ব্যাখা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপনির্বাচনে কার্যত ৩-০তে বিজেপিকে ধরাশায়ী করে ফের সাফল্যের মুখ দেখল লোকসভায় কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস। খড়্গপুর,কালিয়াগঞ্জ,করিমপুর, তিনটি কেন্দ্রেই ইতিমধ্যেই জয়ী হয়েছে তারা।

উপনির্বাচনের ফলাফলে সবচেয়ে বড় চমক কালিয়াগঞ্জ কেন্দ্রে। ২ হাজার ৪১৮ ভোটে জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থী তপন দেব সিং। যদিও এই কেন্দ্রে প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী কমলচন্দ্র সরকার। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা পাল্টাতে শুরু করে। ১০ রাউন্ডের ব্যবধান কমাতে কমাতে শেষ পর্যন্ত সপ্তম রাউন্ডে এসে বিজেপি প্রার্থীকে পিছিয়ে এগিয়ে যান তৃণমূল প্রার্থী। তার পর বাকি তিনটি রাউন্ডে সেই ব্যবধান আর টপকাতে পারেননি কমল সরকার। মাত্র ছ'মাস আগে লোকসভা ভোটের নিরিখে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী এগিয়ে ছিলেন ৫৬ হাজার ৭৬২ ভোটে। সেখান থেকে এই ব্যবধান কমিয়ে ফের তৃণমূল প্রার্থীর জয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

খড়্গাপুর সদর কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও ছ'মাসের মধ্যেই পাল্টে গেল চিত্র। যদিও এই কেন্দ্রে গণনার শুরুর দিকে অন্য চমক ছিল। প্রথম রাউন্ডের গণনার শেষে এগিয়ে ছিলেন বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী চিত্তরঞ্জন মণ্ডল। যদিও পরের রাউন্ডেই এগিয়ে যান বিজেপি প্রার্থী প্রেমচাঁদ ঝাঁ। কিন্তু বেলা বাড়তেই এখানেও চিত্রটা পাল্টাতে থাকে। ধীরে ধীরে ব্যবধান কমাতে থাকেন এবং পঞ্চম রাউন্ডেই বিজেপি প্রার্থীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যান তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকার। তার পর থেকে গণনা যত এগিয়েছে, ব্যবধান বাড়িয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীর। এই কেন্দ্রেও শেষ লোকসভা ভোটের নিরিখে খড়্গাপুর সদর কেন্দ্রে বিজেপি এগিয়ে ছিল ৪৫ হাজার ১৩২ ভোটে। আবার ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এই কেন্দ্র থেকে জিতেছিল ৬ হাজার ৩০৯ ভোটে। শেষ পর্যন্ত এবার জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী।

করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। ভোটের দিন বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরাখন্ডে উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপি প্রার্থী

দেরাদুন, ২৮ নভেম্বর।। উত্তরাখন্ডের পিসুরগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। বিজেপির প্রার্থী চন্দ্রা পন্ত ৩০০০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি কংগ্রেসের অঞ্জু লুন্টিকে পরাজিত করেছেন। অঞ্জুদেবী পেয়েছেন ২২ হাজার ৮১৯টি ভোট। অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ২৬ হাজার ৮৬টি ভোট।

সোমবার ওই কেন্দ্রের ভোট গণনা হয়। ভোট গণনার পর ওই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার তথা জেলা শাসক ভি কে জগডান্ডে জানান, কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এদিন ভোট গণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বিজেপি বিধায়ক প্রকাশ পন্ত গত জুনে মারা যান। তারপই এই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রয়াত বিধায়কের স্ত্রীকে বিজেপি ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়ত জয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৫২ ▫ ২৯ নভেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১৩ অগ্রহায়ণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নাগরিকত্ব সংশোধনীর মহা বৈঠক

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) নিয়ে আলোচনা করিতে মহাবৈঠকের ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার রাত নয়টায় তাঁর সরকারি বাসভবনে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তাহাতে ত্রিপুরা হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন কংগ্রেস, সিপিএম, আইএনপিটি, আইপিএফটি-সহ রাজ্যের ছাত্র সমাজ, আইন বিশেষজ্ঞ, এনজিও, জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণও। প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগ দিতে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দিল্লি ছুটিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার দুই সাংসদও ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকিবেন।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়া যখন বিভিন্ন দল প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছে তখন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকেও তলব করিয়াছেন অমিত শাহ। শুধু তাই নহে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) সম্পর্কে মতামত জানিতে আদিবাসী সংস্থাগুলিকেও আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। প্রদ্যুৎ কিশোর জানাইয়াছেন তিনি আদিবাসী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী এবং রাজ্যের বিশিষ্ট উপজাতি নেতাদের নিয়া ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর নয়াদিল্লীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। সিএবি নিয়া তাহাদের মতামত ও অসন্তুষ্টির কথা জানাইবেন। সিএবি নিয়া কেন্দ্র যে অনেক বেশী ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে চায় এই ঘটনা তাহার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়াছে বলা যাইতে পারে। সিএবি সংসদে পেশ করিবার পূর্বে কেন্দ্র বিভিন্ন মহলের মতামত নেওয়ার উদ্যোগকে স্বাগতই জানাইতে হইবে। সিএবি নিয়া কেন্দ্র যখন প্রায় আদা দল খাইয়া লাগিয়াছে তখনও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এনআরসি নিয়া নিজের অবস্থান হইতে সরিতেছেন না। এনআরসি সারা দেশেই চালু করা হইবে সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের ঘোষণা ঘিরিয়া গোটা দেশে যখন জোর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহাকে শাহ যে পাত্তাই দিতেছেন না তাহা স্পষ্ট। যখন মহারাষ্ট্র নিয়া বিজেপি প্রবল অস্বস্তির মধ্যে তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুধবার আবার ট্যুইটারে জানাইয়াছেন সারা দেশেই এনআরসি চালু করা হইবে। তাঁহার এই ঘোষণা দেশ জুড়িয়া জোর প্রতিক্রিয়া তো হইবে। সংসদে দাঁড়াইয়া অমিত শাহ আরও ঘোষণা দিয়াছিলেন আসামে আবার এনআরসি হইবে। চল্লিশ হাজার কোটি টাকা খরচ করিয়া যে এনআরসি হইয়াছিল তাহা কার্যত বাতিল ঘোষণা করেন অমিত। বুধবার ট্যুইটারে তিনি বলিয়াছেন 'আমি স্পষ্ট করিয়া দিতে চাই যে এনআরসি হইবেই এবং সারা দেশেই হইবে।

এনআরসি'র বিরুদ্ধে সব চাইতে বেশী সুর চড়াইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কলকাতায় রাস্তায় নামিয়া এনআরসি'র বিরোধীতা করিয়াছেন। সারা দেশে এনআরসি চালুর কথা বলিয়া অমিত শাহ রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাহিতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঃবঙ্গে হিন্দু ভোটে থাবা বসাইতে বিজেপির এই পদক্ষেপকে আগামী নির্বাচনে কতখানি সাফল্য আসিবে বলা মুশকিল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে আসাম সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর রমরমা কে অস্বীকার করিবে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পর্য্যন্ত এনআরসি কোপে পড়িবেন সনেন্দহ নাই। পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতি আরও সরগরম। বিজেপি পশিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মসানুভুতি আদায়ে তৎপর। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রো আঘাত হানিতেছেন তাহা পঃবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে সম্ভবত বিজেপি এই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটে থাবা বসাইতে চলিয়াছে। অন্যদিকে তৃণমূরে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাইতে না পারিলে বিজেপি ব্যাপক দয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে পারিবে না। মুসসলিম ও হিন্দু অনুপ্রবেশকারীরা এনআরসি আতঙ্গে বহিয়াছেন তাহা খুব বেশী সত্যি। এই ত্রিপুরায়ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এনআরসি চালুর পক্ষে সওয়াল চালাইয়া যাইতেছেন। আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এনআরসির ব্যাপক প্রভাব পড়িবে ত্রিপুরায়।

আসামে এনআরসি তালিকা হইতে আসামে এনআরসি তালিকা হইতে ১৮ লক্ষ লোক বাদ পড়িয়াছেন। এই বাদ পড়ারে মধ্য বহু বাঙাললী হিন্দু সমাজে। আছেন পুরনো বাসিন্দা। এই ১৯ লক্ষ নিযা এখন আসাম বিব্রত। আসামের অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এনআরসি। আসলে, বিদেশী অনুপ্রবেশকারী সংক্রান্ত সমস্যায় ভারাক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল। অন্যান্য রাজ্যে এই সমস্যা খুব প্রবল বলা যাইবে না হয়তো। এনআরসি আতংকে বহু রাজ্যের বহু মানুষ কাবু হইয়াছেন। কারণ এখানে একাত্তরের পর বহু মানুষ (ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ কেউ হুঙ্কারও ছাড়িতেছে যে, প্রাণ থাকিতে ত্রিপুরায় এনআরসি চালু হতে দেবে না। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এনআরসির পঙ্গে লড়াইটা ময়দানেন নামিয়াছেন। কিন্তু, তিনি সিএবি চরম বিরোী। ত্রিপুরায় এনআরসি চালু নিয়া তিনি সুপ্রিম কোর্টে মামললা করিয়াছেন। আরএনআরসি নিয়া দলের সঙ্গে বিরোী। কংগ্রেস এনআরসি বিরোধী। এই অপেক্ষায় প্রদ্যুৎ দলের প্রাথমিক সদস্যপদ হইতেও পদত্যাগ করিয়াছে। এখন ডাক পাইয়াছেন অমিত শাহের। তিনি কোন রাজনৈতিক মঞ্চ আভির্ভূত হইবেন তাহা স্পষ্ট না হইলে ইহা পরিস্কার যে, এরাজ্যে বিদেশী বিতাড়নের ইস্যুকে নিয়া তিনি সরব হইয়া উপজাতি ভাবাবেগকে কাজে লাগাইনে। ত্রিপুরায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পরও তিনি উপজাতি এলাকাতেই অতিমাত্রায় সময় দিয়াছেন। তাহাদেরকে নিয়াই তিনি রাজনীতির শক্তি ক্ষেত্র গড়িবার উদ্যোগী হইয়াছেন। এনআরসি নিয়া আগামী দিনে নতুন রাজনীতির খেলা দেখা যাইবে। একথা এই মুহুর্তে বলা খুব অসংযত হইবে মনে হয় না। কারণ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো কথাদিন পরপরই ঘোষণা দিতেছেন সারা দেশেই এনআরসি চাললু করা হইবে। সুতরাং এনআরসি যুদ্ধ যে আগামী দিনে জোরদার হইবে সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নাই। সিএবি নিয়া কেন্দ্রের মহা বৈঠক কতখানি সফল হইবে তাহাই দেখিতে হইবে।

পুরভোটকে নজরে রেখে ফুটপাথবাসিদের মশারি দান বিজেপির

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): আগামী বছরেই পুরভোটঊ এবার তাকেই পাখির চোখ করে ঘাসফুল শিবিরকে কোনঠাসা করতে চাইছে গেরুয়া দলঊ আগামীকাল শুক্রবার সকাল ১১ টায় বিজেপি রাজ্য দফতর ও মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালের সামনে ফুটপাথবাসি মানুষদের মশারী দান করবে বঙ্গ বিজেপি।

বেশ কয়েকদিন আগে ডেঙ্গু দমনে পুরসভার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে পুরসভা ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল গেরুয়া শিবিরঊ কিন্তু তাঁদের সেই বিক্ষোভ মিছিল চাঁদনী চকেই আটকে দেয় পুলিশঊ শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিঊ জল কামান ছোঁড়া হয় পুলিশের তরফেঊ গ্রেফতার হন রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতৃত্বঊ

বিধানসভার উপনির্বাচনে ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীতে যাওয়ায় আরও কোমর বেঁধে ময়দানে নামতে চায় বিজেপিঊ পুরভোটের ক্ষেত্রে যাতে লোকসভার মতই ফল হয় এখন সেদিকেই নজর তাদেরঊ এরপরে ফের রাজ্যের সরকার ও কলকাতার মেয়রের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় বিজেপির তরফেঊ অভিযোগ করে বিজেপির তরফে বলা হয়, কলকাতার ক্লাবগুলোর থেকে ভোট পাওয়ার জন্য দু লাখ টাকা আছে, বিনোদনের জন্য টাকা আছে, রেড রোডে দুর্গাপ্রতিমার শো কার্নিভাল করার টাকা আছে দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন আটকে দিয়ে অন্য একটা সম্প্রদায়ের ভোট পাবার জন্য পরিকল্পনা আছে কিন্তু মানুষের জন্য ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য ভালো মশার ওষুধ ব্লিচিং কেনার টাকা নেইঊ তার বদলে চুনের জল চুনের গুড়ো মানুষের জন্য বরাদ্দঊ

পরিবেশ দূষণে বিপন্ন আমরা

তাপস চট্টোপাধ্যায়

'মন চলো নিজ নিকেতনে' স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী চিরশাশ্বত 'বাড়ি' কথাটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক চিরন্তন প্রশান্তি। দিনযাপনের যাবতীয় অবসাদ অবসাদের নিশ্চিন্ত ঠিকনা হল 'বাড়ি' এবার সেই বাড়িটাই যদি সবুজ হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এরপর হয়তো ভবঘুরে বাঙালির পরের ইউএকন্ড ডেস্টিনেশনটা সেখানেই ঠিক হয়ে যাবে। না 'সবুজ বাড়ি' সে অর্থে কোনও ইট, কঠ, বালি,সিমেন্টের বাড়ি নয় ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে একাধিক গ্যাসীয় স্তরকে বলা হয় 'গ্রিনহাউজ' স্তর।

পরিবেশের নির্দিষ্ট সংজ্ঞ হল ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল, নিম্নভাগের একাধিক খনিজ পদার্থ, জীবাশ্ম, জল ইত্যাদি সুশৃঙ্খল সমাহর। পরিবেশের এই সার্বিক আধারে মূল নিয়ন্ত্রক হল সৌরমণ্ডল। জলবায়ুগত কারণ এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সূর্যের বিকীর্ণ তাপমাত্রা ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে তোলে। এই ধরনের বিধ্বংসী বিকীর্ণ তাপমাত্রার বাড়াকমা সার্বিকভাবে গ্রিনহাইজ স্তরের ঘনত্ব এবং মননীয়তার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে গ্রিনহাউজ গ্যাসীয় স্তর ভূপৃষ্ঠের উপর অনেকটা ছাতার কাজ করে। সূর্যকিরণ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে এই গ্যাসীয় স্তরে ফিরে আসে। গ্রিনহাউজ স্তর সেই বিকীর্ণ তাপকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কিছু অংশ পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয় এবং অবষিষ্ঠাংশ ফিরে যায় সৌরমণ্ডলে। গ্রিনহাউজ স্তরের এই প্রক্রিয়ার সঠিক সঞ্চলনের মধ্যেই লুকিয়ে তাকে প্রকৃতি এবং পরিবেশের সঠিক ভারসাম্যের চাবিকাঠি।

গ্রিনহাউজ স্তরে মূলত জলীয়বাম্প ছাড়া চারটি প্রধান গ্যাসের উপস্থিতির স্বাভাবিক হার হল---জলীয় বাষ্প ৩৬-৭০ শতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ৯-২৬ শতাংশ, মিথেন ৪-৯ শতাংশ এবং ওজন ৩-৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে আমাদের ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রার নির্ভর করে গ্রিনহাউজ স্তরের ঘনত্বের উপর। সাধারণত ভূপৃষ্ঠ তার ওপর এসে পড়া সৌররশ্মির প্রায় ৩০ শতাংশ প্রতিফলন করে। সেক্ষেত্রে কোনও কারণে গ্রিন হাউজ স্তরের ঘনত্বের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির পলে ভূপৃষ্ঠ তার অবহেলিত রশ্মির সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারে বিফল হয় এবং বিকীর্ণ তাপমাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ভূপৃষ্ঠের বাড়তি উষ্ণতা পরিবেশের ভারসাম্যকে একাধিক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত করে।

একবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বে মানবজাতীয় কাজে বড় চ্যালেঞ্জ হল বিশ্ব উষ্ণায়নের মোকাবিলা করা। কিন্তু এর প্রকৃত কারণ এবং প্রতিকারের সঠিক উপায় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছাড়া মুক্তির কোনও উপায় নেই। বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল কারণ হল প্রাকৃতিক বিন্যাসের বৈষম্য। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, আধুনিক সভ্যতার মূল উৎকর্ষই হলঅধিক শিল্পায়নের মাধ্যমে অধিক পুঁজি এবং ঢালা ও নগরায়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রায় আরো বেশি স্বাচ্ছন্দ। কিন্তু এই দুইয়ের নেপথ্যেই আশঙ্কার বিষয় হল নির্বিচারে অরণ্য নিধন, জলাভূমি ভরাট এবং বায়ুদূষণ। যন্ত্রসভ্যতার মূল ইন্ধনই হল খনিজ তেল। উভয়ক্ষেত্রেই জ্বালানির মাধ্যমে তৈরি বিষাক্ত ধোঁয়া পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। বৃক্ষের প্রধান কাজ হল বাতাস থেকে অধিক মাত্রায়. কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে গ্লুকোজ তৈরি করা, কিন্তু অরণ্য নিধনের ফলে বিশাল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরাসরি বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ স্তরের ঘনত্বকে ক্রমাগত কয়েকগুন বাড়িয়ে তোলে। সমীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত যে, শিল্পবিপ্লবের পর প্রায় ২৫০ বছরে ভূমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ পিপিএম বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় একটি বড় অংশের দাবিদার হল ওজন স্তর। বৈজ্ঞানিকদের মতে, এই স্তরের স্বাভাবিক ঘনত্ব হল ৩-৫ এমএম। সূর্যকিরণের মাধ্যমে অতি বেগুনি রশ্মি (আল্ট্রা ভায়োলেট এফক্টে) মানবশরীরের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসাবে প্রমামিত। এর দ্বারা একাধিক চর্মরোগ, এমনকি ত্বকের ক্যানসারের আশঙ্কাও থেকে যায়। এছাড়াও চক্ষুরোগ এবং ছানির সম্ভাবনাও থাকে। ওজোনস্তর এই ধরনের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে বায়ুমণ্ডলে এই ওজোনস্তরের বিশেষ বিশেষ কিছু অংশের স্বাভাবিক ঘনত্ব ক্রমশই ক্ষীণ হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা করেন যে, এই ধরনের ক্ষীণতর ওজোনস্তর বা ওজোন ছিদ্রের মাধ্যমে সূর্যকিরণের অতি বেগুনি রশ্মি অদূর ভবিষ্যতে মানবজীবনে অভিশাপ বয়ে আনতেই পারে। ওজোন স্তরের এই ধরনের অস্বাভাবিক হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ হল বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইড এবং ফ্লুরোফ্লুরো গ্যাসের অধিক্য। নাইট্রাস অক্সাইডের মূল উৎস হল বিমান থেকে নির্গত ধোঁয়া। একইভাবে ফ্লুরোফ্লুরো কার্বনের মূল উৎস হল রেফ্রিজারেটর, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, অগ্নি নির্বাপক গ্যাস ইত্যাদি থেকে নির্গত ধোঁয়া।

> ২০১৬ সালে ভারতবর্ষে গ্রিনহাউজ স্যাগ নির্গমণের মাত্রা হঠাৎই একলাফে ৪.৭ শতাংশ বেড়ে যায় অথচ ওই একই সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের ওই নির্গমণের মাত্রা যথাক্রমে ২ শতাংশ এবং ০.৩ শতাংশ নিম্নমুখী দেখা যায়। আমরা জানি ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ জ্বালানির উপযোগের মাত্রা প্রায় ৭০ শতাংশ। ২০১৬ সালেই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ইলেকট্রিসিটি প্ল্যানের মাধ্যমে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা এবং অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার প্রায় ৫৬.৫ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রায় একাধিক বৈকল্পিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

বাৎসরিক গ্রিনহাউ প্রতিক্রিয়ায় একাধিক গ্যাসের উৎস এবং তাদের শতাংশের নিরিখে হিসাব অনেকটা এরকম, ১) কলকারাখানা-১৬.৮ শতাংশ,২) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-২১.৩ শানতংশ, ৩) বর্জ্যপদার্থের অবৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ-৩.৪ শতাংশ, ৪) শস্যের অব্যবহৃত অংশ জ্বালানো-১০ শতাংশ, ৫) আবাসন, গৃহস্থলী এবং বাণির্জ্যিক উৎস-১০.৩ শতাংশ, ৬) খনিজ পদার্থ জ্বালানি-১১.৩ শতাংশ, ৭) কৃষিক উপজাত-১২.৫ শতাংশ, ৮) পরিবহণ -১৪ শতাংশ। ভূমণ্ডলে গ্রিনহাউজ স্তরে বিশ্বের একাধিক দেশের সর্বোচ্চ শৃহখলায় পাঁচটি দেশ হল চিন-২৬ শতাংশ,যুক্তরাষ্ট্র-১৩ শতাংশ, ইউরোপ-৯ শতাংশ, ভারত-৭ শতাংশ, রাশিয়া-৫ শতাংশ।

২০১৬ সালে ভারতবর্ষে গ্রিনহাউজ স্যাগ নির্গমণের মাত্রা হঠাৎই একলাফে ৪.৭ শতাংশ বেড়ে যায় অথচ ওই একই সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের ওই নির্গমণের মাত্রা যথাক্রমে ২ শতাংশ এবং ০.৩ শতাংশ নিম্নমুখী দেখা যায়। আমরা জানি ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ জ্বালানির উপযোগের মাত্রা প্রায় ৭০ শতাংশ। ২০১৬ সালেই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল ইলেকট্রিসিটি প্ল্যানের মাধ্যমে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা এবং অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার প্রায় ৫৬.৫ শতাংশ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রায় একাধিক বৈকল্পিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

গ্রিনহাউজ স্তরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়াও শুধুমাত্র মিথেন, নাইট্রাস, অক্সাইড এবং ফ্লুওরিনেট গ্যাসের অবদান প্রায় ২৮ শতাংশ, যেকানে গ্রিনহাউজ স্তরে এই সকল গ্যাসের সম্মিলিত আধারে একা ভারতবর্ষের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালি কাজে জ্বালানির ক্ষেত্রে মূল ব্যবহার্য উপাদান হল কয়লা, কেরোসিন, ডিজেল এবং কাঠ, যা ভাতাসে একটি বড় মাত্রায় মিথেন গ্যাস সংযোজন করে। বিশেষ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি পরিবারে এর কোনও বিকল্পই থাকে না। সেক্ষেত্রে পরিবার এবং পরিবেশের স্বাস্থের পাশাপাশি গ্রিনহাউজ স্তরেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিশেষবাবে উল্লেযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের উজ্জবলা যোজনা এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ হবে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে মিথেন গ্যাসের একটি বিচিত্র এবং বড় উৎস হল গবাদি পশুর ঢেঁকুর এবং তাদের মলদ্বার থেকে নির্গত দূষিত গ্যাস। বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যার দবাদি পশু (প্রায় ৩০ কোটি) পালিত হয় ভারতবর্ষে। সেক্ষেত্রে দবাদিপশু পালনের ক্ষেত্রেও বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ করা জরুরি।

পরিবেশ দূষণ কোনও দেশ কাল সীমার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, এই সংকট সমগ্র জীবজগতের। আমাদের প্রকৃতির প্রতি উদাসীনতা, অনিয়ন্ত্রিত জীবনশৈলী, বাধাবাঁধন ছাড়া বোগ আজ আমাদেরই বাঁচার অধিকারকে বিঘ্নিত করছে। গত পয়লা নভেম্বর একটি নাম সংবাদপত্রের খবর অনুসার যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষমায় প্রমাণিত যে, সমুদ্রে জলস্ফীতির তুলনামূলক বিচারে আরবসাগরের চেয়ে বঙ্গোপসাগরের জলস্তর বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ২.৫ গুণ বেশি। গবেষকদের আশঙ্কা, এই শতাব্দীর শেষে সমুদ্রের জলস্তর প্রায ১.৫ মিটার পর্যন্ত বাড়বে। সেক্ষেত্রে বলাই যায় বিপদ এখন আমাদের দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। পরিবেশ দূষণের মোকাবিলায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বেশ কিছু অভ্যাসকে অবিলম্বে বদলানোর সময় এসেছে। যেমন, বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করা ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ, কমসেকম গৃহস্থালি বর্জ্য ও তার যথাযথ ব্যবস্থা, কম বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার, সৌরশক্তির ব্যবহার কৃষিজাত বর্জ্যকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনর্ব্যবহার পদ্ধতির মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, বৃষ্টির জলকে পুনর্ব্যবহার পদ্ধতি মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করা, প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা, ইন্ধন হিসেবে খনিজ তেলের প্রয়োজনভিত্তিক ব্যবহার, জলের অপচয় বন্ধ করা, সবুজায়ন, বনসৃজন এবং নিয়মিত বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। বিশ্ব উষ্ণায়নের হাত থেকে এ বিশ্বকে রক্ষা করতে আরো সুরক্ষিত করতে হবে আমাদের সবার সাধের 'সবুজ বাড়ি টাকে। আগামী প্রজন্মের কাছে এটাই হোক আমাদের সংকল্প।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ক্যান্সার—ধ্বংসাত্মক চিকিৎসা নয়

ডা.কুণাল ভট্টাচার্য

বৃদ্ধি জীবনদেহের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মানুষ মাতৃজঠরে আসে একটি মাত্র কোষ নিয়ে। বৃদ্ধি হয় বলেই সেই একটিমাত্র কোষ থেকে তৈরি হয় ভ্রূণ, ভ্রূণ থেকে জন্ম নেয় শিশু, এবং সেই শিশুর দেহ বড় হতে হতে তৈরি করে প্রায় ১০ লক্ষ কোটি কোষ সমন্বিত মানবদেহ। মানব দেহের (বা প্রাণী দেহের) এই বৃদ্ধির মধ্যে সবকিছু ছাপিয়ে যেটা প্রাধান্য পায়, তা হল সমন্বয়। সমগ্র দেহ বা দেহের কোনও নির্দিষ্ট অঙ্গের বৃদ্ধি যেন কার অদৃশ্য নির্দেশে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্তই সীমিত হয়। সেই সীমা ছুলেই সে থামতে জানে। কিন্তু এই বৃদ্ধি যদি হয় প্রকৃতির বেঁধে দেওয়া সীমারেখার বাইরে? তখনই সেটাকে বলা হবে রোগ। এই রোগের নাম 'টিউমার'। প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী টিউমারকে বেশিরবাগ ক্ষেত্রেই শুধু ওষুধ দিয়ে সারানো যায়না। সার্জারি করে তাকে কেটে বাদ দেওয়ার পরমার্শ দেওয়া হয়। যদিও বাদ দেওয়ার পরসে যে আবার ফিরে আসবে না সেই গ্যারান্টি কেউই দেন না। এই অবস্থায় অনেকেই টিউমার আরোগ্যের জন্য হোমিওপ্যাথির আশ্রয় নেন এবং দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই টিউমারকে হোমিওপ্যাথির মাধ্যমে বশে আনা অম্ভব হয়। তাই টিউমারের ধরন ধারন ও চিকিৎসা নিয়ে কিছু কথা প্রত্যেকেরই জেনে রাখা প্রয়োজন।

প্রকৃতি অনুযায়ী টিউমার দু'ধনের হয় (১) বিনাইন বা সাধারণ এবং (২) ম্যালিগন্যান্ট বা ক্যান্সার।

বিনাইন টিউমার

এটি একটি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর টিউমার, যার থেকে কারোর মৃত্যু সম্ভাবনা কম। এই টিউমার যে স্থানের কোষগুচ্ছ থেকে উৎপন্ন হয় তাদেরমধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে এবং তাদের ধর্মই বজায় রাখে। আশেপাশের কোষ কলা অঙ্গের মধ্যে এরা প্রবেশ করে না। ক্যান্সার জাতীয় টিউমারকে ইংরাজীতে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারও বলে।

শুরুতেই চিকিৎসা কি সম্ভব?

হোমিওপ্যাথির উপর রাগ মেটাতে অনেক অঙ্কোলজিষ্টাতেই বলতে শুনেছি—শুরুতেই না নিয়ে এসে একদম শেষ করে এনেছেন? কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে কি শুরুতেই ক্যান্সার ধরা পড়ে? ক্যান্সার শুরু হয় কয়েকটি ক্লোনাল সেল থেকে। এরপর এগুলি দুই থেকে চার, থেকে আট---এইভাবে বাড়তে যখন ১০০ কোটির মত দাঁড়ায় তখন তার সাইজ হয় মোটামুটি ১ ঘন সেমি। টিউমার ৪-৮ সেমি হলে আমরা ভাবি রোগটি শুরুতেই ধরা পড়ল। ক্যান্সারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই ৪-৮ সেমি হতে কিন্তু গড় সময় লাগে প্রায় ৫-১০ বছর। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. লোগালে বলেন---'ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থা বলে আবার কিছু আছে নাকি? তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে তো ১০০ শতাংশ রোগীরই ৫ বছরের উপর বাঁচার কথা। তা তো হয় না, কারণ রোগটি এবং আক্রান্ত ব্যক্তিটির জৈবিক বৈশষ্ট্যের সমীকরণ।

তাই এই শুরুতেই রোগ ধরে ফেলার গল্পটা ব্যবসায়িক বাধ্যবাধকতা হতে পারে—বিজ্ঞান নয়।

ভরসা রাখুন হোমিওপ্যাথিতে

টিউমার বিশেষ করে ক্যান্সার এমন একটি অসুখ যার চিকিৎসা নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তা চেতনার ক্রমাগত বিবর্তন ঘটে চলেছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চিকিৎসার খরচ। চেয়েও বড় কথা কেমো, রোডিও, হরমনো ইত্যাদি থেরাপী ও সার্জারীর মাধ্যমে স্থানীয় লক্ষণগুলি দূর করা গেলেও ক্যান্সারের পুনরাত্রমন বা ছড়িয়ে ফনা রোধ করা এখনও সম্ভব হয়নি। হেমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল ভিত্তি হল ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন অর্থাৎ ব্যক্তিভেগ ভিন্ন চিকিৎসা, তাই শুধু মাত্র রোগের লক্ষণ নয়, ক্যান্সার আক্রান্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির উপর তার পারিবার্শ্বিক সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশগত ও পারিবারিক প্রভাবের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সমীকরণ আর পূর্ববর্তী রোগের ইতিহাস এবং রোগ পুর্ববর্তী মানসিক আঘাত, সংঘাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যেসব ক্যান্সারে রেডিওথেরাপী বা কেমোথেরাপি ভালো কাজ করে না। বা বিভিন্ন কারণে কেমো রেডিয়েশন ও সার্জারী সম্ভব নয়, যেসব ক্ষেত্রেও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গ্রহণ করলে কেমোথেরাপি কুপ্রভাবগুলিকে অনেকটাই রোধ করা সম্ভব হয়। যেমন কোনও পরবর্তী কাশিতে সাসুরিয়া লাপ্পা, রেডিয়েশনের কুফল রোধ রেডিয়াম ব্রোম এবং কেমোওপ্যাথিক ওষুধগুলি খুবই সুফল দিচ্ছে। আমার এক প্রস্টেট ক্যান্সার রোগীর প্রস্রাবের অসুবিধার সঙ্গে কানের সমস্যা লক্ষ্য করে সিসপ্লাটিন ২০০ দেওয়ার তার পিএসএ এরা মাত্রা থেকে কমে স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং প্রস্রাব সংক্রান্ত কষ্টকর লক্ষণগুলি দূর হয়ে যায়। এরকম বহু উদাহরণ আছে যারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে আছেন উপসর্গহীনভাবে। মৃত্যুপথযাত্রী ক্যান্সার গোরীর যন্ত্রণা কমাতেও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ অনবদ্য কাজ করে। আমার এক ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগীনীকে কেমো ও রেডিওথেরাপি দেওয়ার ছ'মাসের মদ্যে রোগ সারা শরীরে চড়িয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখযোগ্য—রোগীনীটির এফএনএসি করিয়ে ক্যান্সার নির্মিত হওয়ার আগে ১৫ বথর ধরে প্রায় ১২ ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের টিউমার নিয়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে কোনও সমস্যা ছাড়াই দিব্যি বেঁচে ছিলেন। তাঁর এক শুভানুধ্যায়ী চিকিৎসক এতদিন হোমিওপ্যাথিক ফেলে রাখার জন্য বকাঝকা করায় এফএনএসি করানো হয় এবং ক্যান্সার নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার্জারী কেমো ও রেডিওথেরাপী ইত্যাদি 'আধুনিক' চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়। ছ'মসের মধ্যে রোগ স্পাইনাল কর্ড ও ব্রেনে ছড়িয়ে পড়ে। স্টেরয়েড দিয়েও তাঁর প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রাণা কমছিল না। রক্তবমি, দয়াপরানতা ইত্যাদি অন্তর্হিত হয় এবং বাকী যেকদিন তিনি বেঁচেছিলেন, মোটামুটি উপসর্গহীন ও যন্ত্রণাহীন ছিলেন। একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বড় জোর এইটুকু জানেন ক্যান্সার কিভাবে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করা যায়। কিন্তু এই ধ্বমস কার্যর পর কি ঘটবে সে বাপারে তিনি কিন্তু বিশেষ অজ্ঞ। ধ্বংসাত্মক চিকিৎসা আমাদের স্বাভাবিক সুস্থ কোষগুলিকে ধ্বস্ত করে, সেই সঙ্গে ক্লিষ্ট করে রোগীর সমগ্র পরিবার পরিজনকে সম্মানজনক চিকিৎসার পরিমাণ দাঁড়ায় অসম্মানজনক মৃত্যু। তাই ক্যান্সারের চিকিৎসায় একটু ভাবুন, অন্যভাবে। ভরসা রাখুন হোমিওপ্যাথিতে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

নুসরাত জাহানের জবানবন্দি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ায় ওসি মোয়াজ্জেমের ৮ বছর কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৮।। ফেনীর মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফির জবানবন্দি ভিডিও করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় সোনাগাজী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোয়াজ্জেম হোসেনকে আট বছরের কারাদ-দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন দু'টি ধারায় মোয়াজ্জেমকে মোট আট বছর কারাদ- দেন। একইসঙ্গে তাকে ১০ লাখ টাকা অর্থদ-, অনাদায়ে দু'টি ধারায় আরও ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদ- দেওয়া হয়।রায়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৬ ধারায় মোয়াজ্জেমকে পাঁচ বছর কারাদ- ও পাঁচ লাখ টাকা অর্থদ- এবং ২৯ ধারায় তিন বছর কারাদ- ও পাঁচ লাখ টাকা অর্থদ- দেওয়া হয়। অর্থদ-অনাদায়ে তাকে আরও ছয় মাস কারাদ- দেন আদালত। এছাড়া আইনের ৩১ ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মোয়াজ্জেমকে খালাস দেওয়া হয়। সাজা ধারাবাহিকভাবে কার্যকর হবে বিধায় ওসি মোয়াজ্জেমকে আট বছরই কারাদ- ভোগ করতে হবে

এর আগে, সকাল পৌনে ১০টার দিকে ওসি মোয়াজ্জেমকে আদালতে নেওয়া হয়। দুপুর সোয়া ২টার দিকে তাকে এজলাসে তোলা হয়। এজলাসে তোলার আগ পর্যন্ত তিনি কোর্ট হাজতে ছিলেন বলে জানান ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত হাজতের ওসি মইনুল ইসলাম।

গত ২০ নভেম্বর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে মামলার রায়ের জন্য বৃহস্পতিবার দিন ধার্য করেন বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন।

নুসরাত জাহান রাফিকে 'অসম্মানজনক' কথা বলা ও তার জবানবন্দি ভিডিও করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল সাইবার ট্রাইব্যুনালে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন বাদী হয়ে মামলাটি করেন। ওই দিনই আদালত এ মামলার তদন্ত করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। গত ২৭ মে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার রীমা সুলতানার পক্ষে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় পিবিআই। ওইদিনই প্রতিবেদন গ্রহণ করে মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজের সহযোগীদের দেওয়া আগুনে পুড়ে মারা যান নুসরাত জাহান রাফি পরবর্তীতে ১৬ জুন রাজধানীর শাহবাগ এলাকা থেকে ওসি মোয়াজ্জেমকে গ্রেফতার করা হয়। সেই থেকে তিনি কারাগারেই রয়েছেন। ১৭ জুলাই আদালত আসামি মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন।প্রায় চার মাসের এ বিচারকালে বাদী ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন, নুসরাতের মা, ভাই, দুই বান্ধবী, দুই পুলিশ সদস্য ও তদন্ত কর্মকর্তাসহ মোট ১২ জন রাষ্ট্রপক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দেন।

১২ নভেম্বর তদন্ত কর্মকর্তার জেরার মাধ্যমে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। ১৪ নভেম্বর ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দেন ওসি মোয়াজ্জেম। সর্বশেষ গত ২০ নভেম্বর এ মামলায় উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে আদালত রায়ের জন্য ২৮ নভেম্বর দিন ধার্য করেন।

চলতি বছরের ২৭ মার্চ সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ-উদ দৌলার বিরুদ্ধে নুসরাতের শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা করেন তার মা। পরে ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজ-উদ দৌলাকে গ্রেফতার করা হয়।এদিকে অভিযোগ দেওয়ার সময় নুসরাতকে আপত্তিকর প্রশ্নের পাশাপাশি তার বক্তব্য ভিডিও করেন ওসি মোয়াজ্জেম। পরে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মৌখিক অভিযোগ নেওয়ার সময় ভিডিওতে দু'জন পুরুষের কণ্ঠ শোনা গেলেও সেখানে নুসরাত ছাড়া অন্য কোনো নারী বা তার আইনজীবী উপস্থিত ছিল না।

পরবর্তীতে গত ৬ এপ্রিল আলিম পরীক্ষার আগমুহূর্তে মিথ্যাচার করে নুসরাতকে মাদ্রাসার ছাদে ডেকে নিয়ে অধ্যক্ষ সিরাজ-উদ দৌলার বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিতে চাপ দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে অস্বীকৃতি জানালে নুসরাতের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায় তারা। পরে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ১০ এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় নুসরাতের মৃত্যু হয়।নুসরাতের মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলায় এরই মধ্যে অধ্যক্ষ সিরাজসহ ১৬ জনকে মৃত্যুদ-দিয়েছেন ফেনীর একটি আদালত।

৫ ডিসেম্বরের মধ্যে খালেদার মেডিকেল প্রতিবেদন জমাদানের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা, নভেম্বর ২৮।। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা জানতে মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদন চেয়েছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে ছয় বিচারকের আপিল বেঞ্চ খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের ওপর শুনানির এক পর্যায়ে এই আদেশ দেন।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় জামিন আবেদনের শুনানিও আগামী ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়েছে একই বেঞ্চ।এর আগে গত ১৪ নভেম্বর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে খারিজ হওয়া বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ব্যারিস্টার কায়সার কামাল আবেদনটি দায়ের করেন।এর আগে গত ৩১ জুলাই জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে দেন হাইকোর্ট।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ১৭ বছরের সশ্রম দ-প্রাপ্ত হয়ে কারাবন্দী আছেন বিএনপি প্রধান। অরফানেজের মামলায় পাঁচ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে ২০১৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কারাগারে যান তিনি। পরে হাইকোর্ট সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে ১০ বছর করে। এ রায়ের বিরুদ্ধে তার আপিল সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর আদালতের আদেশে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ভর্তি করা হয়। ৮ নভেম্বর তাকে চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অনুমোদনের পরে খালেদাকে বিএসএমএমইউ থেকে ছাড়পত্র দেয়া হয় এবং নাইকো দুর্নীতি মামলায় পুরানো কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি অস্থায়ী আদালতে হাজির করা হয়।সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বর্তমানে বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সরকারের কারণেই খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন না: রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৮।। সরকার ও সরকারপ্রধানের কারণেই বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।তিনি বলেন, তারাই খালেদা জিয়ার মুক্তিতে বাধা দিচ্ছে। খালেদা জিয়ার মুক্তিতে সরকারের প্রতিহিংসার মনোভাব থাকায় নিষ্ঠুর স্কিম অনুযায়ী তারা কাজ করছেন।

বৃহস্পতিবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।রিজভী বলেন, মঙ্গলবার (১৬ নভেম্বর) রাতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ, শওকত মাহমুদসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া বৃহস্পতিবার উচ্চ আদালতের ফটক থেকে বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন ও মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিমানবন্দর থেকে মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতকে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।তিনি আরও বলেন, জুলুমবাজ সরকার দেশের বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য সব শক্তি নিয়োগ করেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখলাম মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসহ পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা ও গ্রেফতার।

তিনি অবিলম্বে খায়রুল কবির খোকন ও মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

বিএনপি আবারও ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে ফিরে এসেছে: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২৮।। আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বৃহস্পতিবার বলেছেন, বিএনপি আবারও ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে ফিরে এসেছে।তিনি বলেন, হাইকোর্টের সামনে গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাই প্রমাণ করে তারা সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে। আন্দোলনের নামে হাইকোর্টের সামনে যেভাবে গাড়ি ভাঙচুর করেছে তাতে বিএনপি ভাঙচুরের রাজনীতি, ধ্বংসাত্মক রাজনীতি ও পেট্রোল বোমার রাজনীতিতে আবার ফিরে এসেছে।সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন,বিএনপি যদি এমন ধ্বংসাত্মক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে তাহলে জনগণের সাথে তাদের বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়বে। তারা যে জনগণকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, ভবিষ্যতে তারা জনগণের শত্রু হিসেবে পরিণত হবে।হলি আর্টিজানের মামলার রায় প্রকাশে বিএনপি''র আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া নেই এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, আপনারা দেখেছেন অতীতে যখনই জঙ্গিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তখনই তারা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।এমনকি বেগম খালেদা জিয়া কিছুদিন আগে বলেছেন, কিছু লোককে ধরে নিয়ে আটক করে রাখা হয় আর তাদের চুল, দাড়ি লম্বা হয়ে গেলে জঙ্গি হিসেবে চালিয়ে দেয় সরকার। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবসহ তাদের শীর্ষ নেতারা সবাই যখনই কোনো জঙ্গির এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তখনই প্রশ্ন তুলেছে। অর্থাৎ জঙ্গিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারা প্রশ্রয় দিয়েছে, সহযোগিতা করেছে, যোগ করেন তিনি।তিনি আরও বলেন,হলি আর্টিজানের ঐতিহাসিক রায় শুধুমাত্র বাংলাদেশের জঙ্গি নির্মূলের সহায়ক হবে শুধু তাই নয় এ রায় আমি মনে করি বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।আমাদের দেশে আমরা যেভাবে জঙ্গি দমন করতে পেরেছি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোও সেভাবে জঙ্গি দমন করতে পারেনি, বলেন তিনি।

সংঘাতের আবহেই শুরু বিধানসভা, বৃহস্পতিবার বিএ কমিটি বয়কট বাম-কংগ্রেসের

কলকাতা, ২৮ নবেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় কার্যসূচি নির্ধারণ কমিটির বৈঠক। বিজনেস অ্যাডভাইজারি বা বিএ কমিটির বৈঠকেবিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশনে কী কী বিল আসবে, তা ঠিক হবে। এই বৈঠক বয়কট করেছে বিরোধী দল।

বিরোধী বাম কংগ্রেস উপস্থিত থাকবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান এবং বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী। বিধানসভা সূত্রের খবর, বিএ কমিটিতে বেশ কয়েকটি বিল নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে শিক্ষা দফতরের একটি বিল।

সেখানে আচার্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্ব করা সংক্রান্ত আইন সংশোধন করতে চলেছে রাজ্য সরকার। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্ব করা হতে পারে তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের একটি বিল এবারের বিধানসভায় পেশ হওয়ার কথা।

যেখানে ব্যারাকপুর কর্পোরেশন গঠন সংক্রান্ত বিল আসতে পারে।অন্যদিকে অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দফতরের তপশিলি উপজাতি সংক্রান্ত একটি কমিশন গঠন নিয়ে আসা হতে পারে রাজ্য বিধানসভায়।

এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি বিল এবারের শীতকালীন অধিবেশনে বিধানসভায় পেশ হবে বলে সূত্রের খবর। সেই সব নিয়েই বিএ কমিটির বৈঠকে। তৈরি হবে বিধানসভার কার্যবিবরণী।

দিলীপ ঘোষকে কড়া ভাষায় আক্রমণ তৃণমূল মহাসচিবের

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি. স.): উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি ও গেরুয়া দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে। পাশাপাশি কালিয়াগঞ্জ, খড়্গপুর এবং নদিয়ার করিমপুর- তিন কেন্দ্রের মানুষকে অভিনন্দন জানালেন।

খড়্গপুরে বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের ছেড়ে যাওয়া আসনে দলের জয় সম্পর্কে পার্থবাবু বলেন, 'যোগ্য জবাব হয়েছে খড়্গাপুরে। বিজেপি সভাপতির কুবাক্য প্রয়োগ করেছেন দিনের পর দিনউ যে ভাষায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন, যে দাম্ভিকতা দেখিয়েছেন তা বাতিল করেছে মানুষ। সে কারণেই এই প্রথম খড়্গাপুরে জয়ী হল তৃণমূল।'

দলের এই সাফল্য সম্পর্কে বৃহস্পতিবার পার্থবাবু বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যের তথাকথিত বিরোধীরা তলে তলে পরিকল্পনা করে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। সেটা এবার রুখে দিয়েছেন মানুষ। বিগত আট বছরে মমতা রাজ্যের যে উন্নয়ন করেছেন রাজ্যবাসী সেটা ভুলতে পারেন না। শুধু রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন নয়, সব দিক থেকে সমস্ত বিষয়ে উন্নয়নের যে ছাপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার রেখেছেন তাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি বিজেপি। সুশাসনের জয় হয়েছে। মমতা সরকার যে পরিষেবা দিয়েছে তা মানুষ কখনও ভুলতে পারবে না।' পার্থবাবু বলেন, 'মমতার প্রতি মানুষের আস্থা, ভরসা, বিশ্বাস অটুট আছে। এই নির্বাচনী ফলাফল তারই প্রমাণ। এনআরসি নয়, বিজেপি আতঙ্কে ভুগছে মানুষ। বিজেপি সরকার বেকারদের কাজ দিতে পারছে না। কৃষকের সমস্যা ক্রমশই বাড়ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে। ব্যাঙ্কের সুদ কমেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়েছে। নিজেদের জীবন যাতে আরও দুর্বিষহ না হয় তার জন্য উপযুক্ত জবাব দিয়েছে মানুষ।'

উত্তরবঙ্গ মানে বিজেপি এ কথাও মানতে নারাজ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে মানুষকে বিভ্রান্ত করেই উত্তরে সাফল্য পেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এবার আর সেটা হয়নি। তৃণমূল সরকার আর্থিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নে যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা দেখাতে পারেনি বিজেপি। তাই মানুষের অভ্যুত্থান হয়েছে উত্তরবঙ্গে। বিজেপি সব দিক থেকেই ব্যর্থ। আমরা যে কোনও নির্বাচনেই জিতব। মমতাই আমাদের প্রেরণা। দল ও সরকারে যে দুর্বল স্থান

ছয়ের পাতায়

আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে চাকা ফেটে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, মৃত্যু ৪ জনের

কনৌজ (উত্তর প্রদেশ), ২৮ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কনৌজ জেলায় চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি ডাবল ডেকার বাস। ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় অকালেই প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন যাত্রী। এছাড়াও কমপক্ষে ৫০-৬০ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। বুধবার গভীর রাতে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, রাজস্থানের জয়পুর থেকে বিহার অভিমুখে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি ডাবল ডেকার বাস।

বাসের অধিকাংশ যাত্রীই পেশায় শ্রমিক। জয়পুরে থেকে কাজ করতেন তাঁরা। জয়পুর থেকে বিহারের বিভিন্ন জেলায় নিজ নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন প্রত্যেকে। বুধবার গভীর রাতে কনৌজ জেলায় আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে, তির্বার কাছে চাকা ফেটে উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই বাসটি। মুহূর্তের মধ্যেই বাসটি ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৪ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ৫০-৬০ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের যাত্রীরা বিহারের দারভাঙ্গা, সীতামঢ়ি, মুজফফরপুর জেলার বাসিন্দা। আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজল দিলি, দূষণ-দাপট থেকে সাময়িক স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): দূষণ-দাপট থেকে সাময়িকের জন্য হলেও খানিকটা স্বস্তি পেলেন রাজধানীর মানুষজন। সৌজন্যে-অসময়ের বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার সকালে হালকা বৃষ্টিতে ভিজেছে রাজধানীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বৃষ্টি হয়েছে পঞ্জাবি বাগ, চাণক্যপুরী, চাঁদনি চক-সহ দিল্লির বিভিন্ন অঞ্চলে। বৃষ্টির সৌজন্যে দূষণ থেকে খানিকটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন রাজধানীর মানুষজন। আরও স্বস্তি দিয়েছে মেঘলা আকাশ। বহু দিন হল বায়ুদূষণ থেকে কোনওভাবেই মুক্তি পাচ্ছেন না রাজধানীর মানুষজন। কিন্তু, বৃহস্পতিবার সকালের বৃষ্টি রাজধানীর মানুষজনকে প্রবল স্বস্তি দিয়েছে। বৃষ্টির জন্য রাজধানীর বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ কমে গিয়েছে।

ছয়ের পাতায়

শীত পরতেই চিড়িয়াখানার সদস্যদের জন্য এল শীতের পোশাক

কলকাতা,২৮ নভেম্বর (হি.স.):আবহাওয়া বলছে শীত আগত উ ভোরে কুয়াশা, রাতে হিমের পরশ, আর বিকেল গড়াতে না গড়াতেই নামছে আঁধার উ কারন ক্যালেন্ডার বলছে নভেম্বরের শেষউশীত কাতুরে বাঙালির আলসেমি করার সময় আসন্নউ শীতে মানুষের পাশাপাশি আলসেমি আসে আলিপুর চিড়িয়াখানার সদ্যসদেরওউ তাই শীতের কামর থেকে চিড়িয়াখানার প্রানীদের রক্ষা করতে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ নিয়ে এলো বিশেষ ব্যবস্থাউ আজ বৃহস্পতিবার চিড়িয়াখানায় ঢু মারলে এমনিই দৃশ্য চোখে পরে উ

চিড়িয়াখানার অন্যতম আকর্ষন চিড়িয়াখানার কাঁচের ঘরগুলো উ কারণ সেখানে আগমন থাকে সাপেরাউ কিন্তু শীতল রক্তের প্রাণী হওয়ার জন্য শীত পড়লেই সাপেরা আর বের হতে চায় না।তাই সাপেরা যাতে শীতে কষ্ট না-পায় তার জন্য শুকনো পাতা, খড় আর কম্বলের 'বিছানা' দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানার 'রেপটাইল হাউস'।শুকনো পাতা, খড় গোল করে পাকিয়ে তাতে কম্বল জড়িয়ে সাপেদের শীত ভাঙানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি শীতে অলস হয়ে পড়ে কুমিরওউ কুমিররা যাতে ঠান্ডায় ঝিমিয়ে না-পড়ে, তার জন্য কুমিরের এনক্লোজারে সাদা ও হলুদ বালি মিশিয়ে 'স্যান্ড বাথ' করে দেওয়া হয়েছেউ রোদের তাপে বালি গরম হয়ে গেলে সেখানে উঠে কুমিররা স্বচ্ছন্দ বোধ করেউ

উল্লেখ্য,এই বছর আবার চিড়িয়াখানায় আগমন ঘটেছে একগুচ্ছ নতুন অতিথীদের উ আর সেই সব অতিথীদের মধ্যে অন্যতম আকর্ষন চিড়িয়াখানার কাঁচের ঘরগুলো উ কারণ সেখানে আগমন ঘটেছে সাপেদের রাজারউআর সেই রাজা হলো অ্যানাকন্ডা উ চারটি হলুদ অ্যানাকোন্ডা রয়েছে সেখানে

ছয়ের পাতায়

বিহাড়ায় আগুনে পুড়িয়ে স্ত্রী হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী

বিহাড়া (অসম), ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : আগুনে পুড়িয়ে স্ত্রী হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে স্বামীকে। কাছাড় জেলার অন্তর্গত উত্তর কাটিগড়ার বিহাড়ায় সংগঠিত ঘটনার চতুর্থদিন বুধবার রাতে 'পত্নীহন্তা' অমিত সিনহাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গৃহবধূর ভাই সুজিত সিনহার লিখিত অভিযোগ পেয়ে বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামের বাসিন্দা অমিতকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ ফাঁড়িতে প্রদত্ত এফআইআর-এর ভিত্তিতে ইনচার্জ বি বরা জানান, কাটিগড়া ভুবনেশ্বরনগর গ্রামের বাসিন্দা জনৈক সমরজিৎ সিনহার বছর ২৪-এর মেয়ে ঝুমা সিনহাকে প্রায় আট বছর আগে পালিয়ে নিয়ে যায় মোহনপুরের অমিত সিনহা নামের এক যুবক। এর পর বাধ্য হয়ে তাদের সামাজিক মতে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকে তাদের মধ্যে অজ্ঞাত কারণে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু গত শনিবার (২৩ নভেম্বর) তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

পুলিশ অফিয়ার জানান, শনিবার রাতেই স্বামী অমিত সিনহার গৃহে অগ্নিদগ্ধ হন তার বোন ঝুমা। বোন অগ্নিদগ্ধ হয়েছে শুনে ওই দিন রাতেই তিনি তাদের বাড়ি চলে যান।

কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন ঝুমার স্বামী তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। ঝুমার বাবার বাড়ির লোকেরাও তড়িঘড়ি শিলচরে উদ্যেশ্যে রওয়ানা দেন। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে শুনেন, কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের মেয়ে ঝুমাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এর পর শোকবিহ্বল ঝুমার বাপের বাড়ির সদস্যরা ঝুমাকে হত্যা করা হয়েছে বলে নিশ্চিত ধারণা করেন। ওই নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে ঝুমার ভাই সুজিত সিনহা বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে বোনের স্বামী অমিতকে অভিযুক্ত করে এফআইআর দায়ের করেন।

বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বি বরা জানান, সুজিত সিনহার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এক মামলা নিয়ে গতকাল রাতে ঝুমার স্বামী অমিত সিনহাকে তার মোহনপুরের বাড়ি থেকে আটক করেন। রাতেই কাটিগড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয় অমিতকে। আজ বৃহস্পতিবার অমিত সিনহাকে আদালতে তোলা হবে জানান মামলার তদন্তকারী অফিসার বি বরা।

নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সেতুতে ফাটল, ক্ষোভ বড়খলায়

বড়খলা (অসম), ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : নির্মাণকাজ চলছে। সম্পূর্ণ হয়নি এখনও। এমতাবস্থায় নির্মীয়মাণ সেতুতে ফাটল ধরায় ক্ষোভ ও প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে অসমের বড়খলা বিধানসভা এলাকায়। প্রশ্ন উঠেছে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে। বড়খলা বিধানসভা নির্বাচন এলাকার জারইলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর রাহাতপুরে একটি পদসেতু নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু সেতুটির অ্যাপ্রোচ ওয়ালে ফাটল ও খুঁটি থেকে সিমন্টের পলেস্তার খসে পড়ছে এখনই। আগে বড়খলার উন্নয়নমূলক কাজে 'বহিরাগত' ঠিকাদারদের বরাত দেওয়ায় বিজেপি বিধায়ক কিশোর নাথের ঘনিষ্ঠরা ক্ষেপে উঠতেন। এবার সেই বিধায়কের ঘনিষ্ঠরা এই সেতু নির্মাণ করছেন। তা-হলে কেন ব্যয়বহুল সেতু নির্মাণে ত্রুটি হচ্ছে, উঠেছে এ-সব নানা প্রশ্ন।

জানা গেছে, সেতুটি বিধায়কের আনটাইড ফান্ডের ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি হচ্ছে। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এর শিল্যান্যাস করেছিলেন খোদ বিধায়ক কিশোর নাথ। শিল্যান্যাস করে বিধায়ক নাথ বলেছিলেন, উন্নয়নের সুনামিতে বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। কিন্তু গোটা বড়খলার উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী কংগ্রেসিরা। তাঁদের অভিযোগ, রাহাতপুরের এই সেতুর ঠিকাদার নাকি শিলচরের বাসিন্দা বিধায়কের ভগ্নিপতি। এভাবে নিম্নমানের সেতু নির্মাণ হলে পথচারীরা যে-কোনও সময় দুর্ঘটনার শিকার হবেন বলে আতঙ্কিত অভিযোগকারীরা। এ ব্যাপারে জেলাশাসক লায়া মাদ্দুরির হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তাঁরা।

রতলামে পণ্যবাহী ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত

রতলাম, ২৮ নভেম্বর হি. স.) : মধ্যপ্রদেশের রতলাম রেলস্টেশনের কাছে পণ্যবাহী ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫ টা নাগাদ। দুর্ঘটনার জেরে রেলওয়ে ভবন ধসে পড়ে এবং একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিও ভেঙে যায়।

মালগাড়িটি নবনির্মিত ট্র্যাকের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। মালগাড়িটি ব্রেক ফেল করে পিছনের দিকে গিয়ে উল্টে যায়। তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে লাইনের পাশেই একটু বৈদ্যুতিক

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কলেজে ৫৯৯ জন ছাত্র, আমি একা মেয়ে", কেবিসি"তে স্মৃতিচারণা সুধা মূর্তির

দেশের প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা এনআর নারায়ণ মূর্তি এবং সুধা মূর্তির প্রেমকাহিনি নিয়ে ছবি তৈরি করতে চলেছেন পরিচালক অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারি , একথা অবশ্য অনেক আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। এবার কেবিসির মঞ্চে নিজের জীবনের কিছু অজানা দিক তুলে ধরলেন সুধা মূর্তি।কলেজে ৫৯৯ জন ছাত্র থাকলেও তিনিই একমাত্র ছাত্রী ছিলেন। জনপ্রিয় টেলিভিশন রিয়ালিটি শো ''কৌন বনেগা ক্রোড় পতি''-র সিজন ফিনালে"তে এসে সেই কথাই ফাঁস করলেন লেখক, সমাজসেবী এবং ইনফোসিস ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন সুধা মূর্তি। সুধার কলেজ জীবনের সেই স্মৃতিচারণার ঝলক সম্প্রতি চ্যানেলের পক্ষ থেকে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই যে পোস্টে ৫৮,০০০-এরও বেশি "ভিউজ" এবং ততোধিক "কমেন্ট" পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি টিভিতে গোটা পর্বটি দেখার জন্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দর্শকদের উতসাহও। আগামী ২৯ নভেম্বর, শুক্রবার রাত ন"টায় সোনি চ্যানেলে বহু প্রতীক্ষিত এই পর্ব সম্প্রচারিত হতে চলেছে।তা, নিজের কলেজ জীবন সম্পর্কে আর কী কী জানিয়েছেন সুধা মূর্তি? মূর্তির কথায়, ""কর্নাটকের হুবলিতে বিভিবি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে পড়তাম আমি। কলেজে ৫৯৯ জন ছাত্র থাকলেও ছাত্রী ছিলাম আমি একাই। কাজেই সেখানে পড়ার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ আমার কাছে তিনটি শর্ত রেখেছিলেন। এক, কলেজে শুধুমাত্র শাড়ি পরে যেতে হবে। দুই, কলেজ ক্যান্টিনে যাওয়া চলবে না এবং তিন, কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বলা চলবে না। প্রথম শর্তে আমি রাজি হই। ঘটনাচক্রে, কলেজ ক্যান্টিনের খাবার খুব খারাপ ছিল, এতটাই বিস্বাদ যে, আমি এমনিতেও ওই খাবার মুখে তুলতে পারতাম না। তাই ওই ক্যান্টিনমুখো এমনিতেও হতাম না।

তাই দ্বিতীয় শর্ত মানা বা না-মানা, একই ছিল। এবার পালা ছিল তৃতীয় শর্তের। কলেজের প্রথম এক বছর আমি কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বলিনি।

দ্বিতীয় বছর, কলেজের সব ছেলেরা জানতে পারল, আমি প্রথম হয়েছি। তখন ওরাই উজিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চলে এল।""টিজারে দেখা গিয়েছে, মূর্তির কথা শেষ হওয়া মাত্রই সেটে উপস্থিত দর্শকরা হাসি এবং হাততালিতে ফেটে পড়ছেন। প্রশংসা করতে ভুলছেন না কেবিসির সঞ্চালক অমিতাভ বচ্চনও। ৫ মিনিটের সেই টিজারে মূর্তিকে ইনফোসিস ফাউন্ডেশনের কথাও উল্লেখ করতে দেখা গিয়েছে। ৬৯ বছরের মূর্তি জানিয়েছেন, ইনফোসিস ফাউন্ডেশনের হয়ে কীভাবে তিনি দেবদাসী সম্প্রদায়ের জন্য নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজ করেছেন, কীভাবেই বা ১৬,০০০ শৌচালয় গড়ে তুলেছেন প্রভৃতি। টিজারটি দেখে বহু নেটিজেনই মূর্তির উদ্যোগকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, ''সুধা মূর্তি কর্নাটকের গর্ব''। আবার কেউ বা লিখেছেন, ''কে বিশ্বাস করবে, এঁর সম্পত্তির মূল্য অন্তত ১.২ বিলিয়ন! কী অসম্ভব বিনয়ী এই মহিলা!

ভারমিলিওন ক্লিফ লাল কেন হয়?

অ্যারিজোনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন এবং চীনের ঝাংগি ন্যাশনাল জিও পার্কের রঙধনুর মতো পাহাড়ের রঙ দেখে অবাক হতে হয়। এদের মধ্যে সাধারণ যে জিনিসটি দেখা যায় তা হচ্ছে লাল রঙের শিলা। এই পাথরগুলো এতো লাল হল কীভাবে? এর কারণ হচ্ছে আয়রণ, এটি অন্য উপাদানের সাথে মিলিত হয়ে এমন খনিজ তৈরি করে যা লাল রঙের মা মরিচার মত হয়।পৃথিবীতে আয়রণ আসে প্রাচীন সুপারনোভা ঘটনার মাধ্যমে, বড় নক্ষত্র শক্তি থেকে দৌড়ে বের য়ে আসে এবং মারা যায়। এই তারার পতনের ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে নতুন শক্তি নির্গত করে। এর ফলে অনেক উৎপান মিলিত হয় এবং ভারী উপাদান তৈরি করে, যার মধ্যে আয়রনও থাকে।

অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের সহযোগী বিভাগীয় প্রধান এবং জ্যেষ্ঠ প্রভাষক জেসিকা কেপ বলেন, এই ধরনের পতনে ফলে প্রচুর শক্তি নির্গত হয়, এই পতিত তারা বাহ্যিকভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং উপাদানগুলো পাঠায়। যখন পৃথিবী গঠিত হয় তখন আয়রন সহ এর চারপাশের উপাদান গুলোর গুচ্ছকে আকড়ে ধরে।

প্যানসিলভেনিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক টেরি এনজেন্ডার বলেন, পৃথিবীর প্রথম দিকে আর্কিয়ান যুগে বায়ুমণ্ডলে খুব কম অক্সিজেন ছিল। অক্সিজেন ছাড়া আয়রণজলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। একারণেই পৃথিবীর প্রথম আর্কিয়ান মহাসাগরে প্রচুর পমিাণে আয়রণ দ্রবীভূত থাকে। যদি ফটোসিন্থেসিস এর মাধ্যমে এককোষী জীবগুলো অক্সিজেন উৎপন করা শুরু করে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখান সুর্যের আলো ব্যবহৃত হয় জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইড এর মধ্যকার প্রতিক্রিয়াকে শক্তি সরবরাহের জন্য যাকার্বহাইড্রেট বা অক্সিজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

এই অক্সিজেন সমুদ্রে যায় এবং আয়রণের সাথে মিলিত হয় এবং আয়নর অক্সাইড নামক খনিজ যেমন হারমাটাইট যা প্রায়ই লালরঙের হয় এবং ম্যাগনেটাইট সৃষ্টি করে।

কেপ বলেন, জারণ প্রক্রিয়া মরিচা হওয়া খুব সাধাণ বিষয়, যেখানে বাতাসে ধাতুর সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং মরিচা তৈরি হয়। পাহাড়ের শিলায় হারমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট এর মত খনিজের সামান্য দানা থাকে যার মধ্যে আয়রণ থাকে। এই খনিজগুলোতে জারণ হয় এবং মরিচা পরে, যা পাহাড়কে লাল করে তুলে। এনজেন্ডার বলেন, এই খনিজের সৃস্টির ফলেই ডোরাকাটা আয়রণ গঠিত হয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়রণের ভান্ডার। আয়রনের গঠন ডোরাকাটা হওয়ার কারণ হচ্ছে, হারমাটাইটের স্তরের মাঝে সিলিকার স্তর থাকে, যা পাললিক শিলার স্তরের মাঝে চিল প্রায় প্রাচীণ আর্কিয়ান থেকে মধ্য প্রোটেরোজিয়িক যুগে। ডোরাকাটা আয়রনের গঠন দেখা যায় ব্রাজিল এর ক্যারাজেস এ, কানাডার লেক সুপেরিওরএ, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার হেমারসলে বেসিন এ, উত্তর চিনে এবং সিনেসোটা এর মেসাবি আয়রণ রেঞ্জ এ।

অ্যারিজোনা এর ভারমিলিয়ন ক্লিফ এর লাল রঙ আসে আয়রণসমৃদ্ধ খনিজ থেকে যা এর পাশের পাললিক শিলায় ছড়ানো থাকে। কেপ বলেন, লাল বেলে পাথর পশ্চিম আমেরিকায় খুবইকমন।এদের পাওয়া যায় স্যাডোনা, অ্যারিজনা এবং ক্যালিফোনিয়ার মোজাভ মরুভূমিতে রেড রক ক্যানিয়ন স্টেট পার্কএ। মন্টানা, কলোরাডো এবং গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের রেড ওয়াল লাইমস্টোন ক্লিফ ও লাল শিলায় গঠিত।

সইফের বিয়ের প্রস্তাব বারবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন করিনা

লাদাখ থেকে গ্রিস। দু"টি মনোরম ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে করিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে গিয়েছিলেন সইফ। কিন্তু প্রতিবারই উত্তর এসেছিল ''না''!একটি বিনোদনমূলক ওয়েবসাইটে নিজেদের বিয়ের নিয়ে এমনই মজার কথা সম্প্রতি শেয়ার করেছেন করিনা। কেন না বলেছিলেন প্রথমে, জানিয়েছেন সে-ই কথাও। কারণ, তিনি সইফকে ভাল করে চিনতেন না। তাঁর মনে হয়েছিল, বিয়ে করে সংসার শুরু করতে হলে দু"জনের দু"জনকে আরও ভালভাবে চিনতে হবে।এই উত্তরই তিনি দিয়েছিলেন সইফকে। তিনি করিনাকে প্রোপোজ করেছিলেন ২০০৮ সালে, "টশন" ছবির শুটিং লোকেশনে। এ দিকে করিনা তখন নিজেও সইফের প্রেমে হাবুডুবু। আগেও তাঁদের দেখা হয়েছে। কিন্তু "টশন" ছবির শুটিংয়ে সব চেনা ছক গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। করিনা জানিয়েছেন, সে সময় সইফ তাঁর চোখে নতুন রূপে যেন ধরা দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর মনে হয়েছিল বিয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে আরও কিছু সময় প্রয়োজন।সেই সময় তাঁর দু"জনে দু"জনকে দিয়েছিলেন। চারবছর প্রেমপর্বের পরে সইফ-করিনা বিয়ে করেন ২০১২ সালে। তাঁদের একমাত্র পুত্র তৈমুরের জন্ম হয় ২০১৬ সালে।সইফ-করিনার বয়সের ব্যবধান দশ বছর। অমৃতার সঙ্গে সইফের তেরো বছরের দাম্পত্য ভেঙে যায় ২০০৪ সালে। তার আট বছর পরে করিনার সঙ্গে নতুন সংসার শুরু শর্মিলা-তনয়ের।''টশন'' ছাড়াও সইফিনা জুটি একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ''কুরবান'' এবং ''এজেন্ট বিনোদ'' ছবিতে। ২০১২ সালে মুক্তি পায় এজেন্ট বিনোদ। এরপর তাঁদের একসঙ্গে অনস্ক্রিন আর দেখা যায়নি। তবে আলাদাই দু"জনেই চুটিয়ে কাজ করছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। করিনার আগামী দু"টি ছবি মুক্তি পাবে এই ডিসেম্বরেই। করিনা অক্ষয় কুমারে বিপরীতে অভিনয় করেছেন কমেডি-ড্রামা "গুড নিউজ"-এ। পাশাপাশি তাঁকে দেখা যাবে "ফরেস্ট গাম্প"-এর অনুসরণে তৈরি আমির খানের "লাল সিংহ চাড্ডা"-তেও।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানের ভাষায় অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম

আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? আপনার সমস্যাটা বড় কোনো সমস্যা নয়। তবে অবশ্যই বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর। আরো কিছু তথ্য জানার ছিলো। যেমন কতোদিন যাবৎ সমস্যা, সমস্যা শুরু হওয়ার আগে পরে অন্য কোনো ঘটনা বা অসুখ হয়েছিলো কিনা? কখনো খিঁচুনি হয়েছে কিনা? অন্য কোনো ওষুধ খেতে হয় কিনা? বাড়ির বাইরে বের হওয়া এবং গাড়িতে ওঠা ছাড়া অন্য সময়গুলো কেমন থাকে। তখন কোনো সমস্যা হয় কিনা? যেকোনো চাপ সামলানোর ক্ষমতা কতটুকু? মানসিক চাপের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পদ্ধতিগুলো কেমন এব কতটুকু কার্যকর?

যা হোক, প্রতিটি মানুষের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া হলো, যখন মানুষ চাপে পড়ে তখন মনের অজান্তে কিছু বিষয় কাজ করতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম। অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম হলো, এমন একটি পদ্ধতি যেটি অটো অটো অর্থাৎ নিজে থেকেই কাজ করতে থাকে। যার কাজের মধ্যে হচ্ছে শ্বাসপ্রশ্বাস মেইনটেইন করা, পায়খানা প্রশ্রাব কন্ট্রোল করা, গরম ঠান্ডার অনুভবগুলোকে বোঝা, ভয় রাগ দুঃখ সহ আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা।হঠাৎ কোনো ভয় বা ভয়ের কারণে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের একটি অংশ দ্রুতই একটিভ হয়ে যায় বা প্রভাব বিস্তার করে। তখন মানুষের এমন সমস্যা হতে পারে। এটি কোনো কোনো মানসিক রোগের কারণেও হতে পারে। একবার দুবার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আপনি যেভাবে লিখেছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে বারবারই হচ্ছে এবং এসমস্যাটি আপনাকে খুবই ভোগাচ্ছে। যদি আপনার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা না থাকে এবং উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার খুব কিছু বলার না থাকে তবে, আপাতত আপনি সকালে টেবল্যাট নেক্সিটাল ৫ মিগ্রা নাস্তার পর খেতে পারেন। আপনার সমস্যা কমবে। হাপানী বা ডায়াবেটিস না থাকলে সাথে ট্যাবলেট ইনডেভার ১০ মিগ্রা, সকালে ও রাতে একটা করে খেতে পারেন। বিশেষমুহূর্তে নিজের আবেগ বা আবেগ জনিত সমস্যাগুলো কমানোর জন্য আরো অনেক কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু আপনি চট্টগ্রামে থাকেন, সেহেতু চেষ্টা করবেন সরাসরি সেখানে কারো সঙ্গে দেখা করে উপযোগ্য কোনো সাইকোথেরাপি বা রিলাক্সেশন পদ্ধতি শিখে নেওয়ার। সব সময় মনে রাখবেন সরাসরি ডাক্তরের সাথে কথা বলে চিকিৎসা নেওয়াই ভালো। কারণ অন্যকোনো সমস্যা, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

যখন অ্যালকোহল তৈরির উতস স্থল শরীর

বছর কয়েক আগে মদ্যপ হয়ে গাড়ি চালানোর অপরাধে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার ৪৬ বছর বয়সী এক চালক। হাসপাতালে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁর শরীরে অ্যালকোহলের মাত্রা ০.২ শতাংশ। বৈধ মাত্রার চেয়ে এই মাত্রা আড়াই গুণ বেশি। এর অর্থ হচ্ছে প্রতি ঘণ্টায় তিনি ১০ বার মদপান করেছেন। কিন্তু ওই চালক বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করে বলেন, তিনি অ্যালকোহল একেবারেই গ্রহণ করেন না। সংগত কারণেই পুলিশ ও চিকিতসকদের কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি।কিন্তু নিউ ইয়র্কের রিচমন্ড ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টারের গবেষকরা শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেছেন, চালক মিথ্যা বলেননি।

সত্যিই অ্যালকোহল গ্রহণ করেননি তিনি। বরং তাঁর দেহে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চ মাত্রায় অ্যালকোহল তৈরি হয়। চিকিতসাবিজ্ঞানের ভাষায় এ রোগটিকে বলা হয় অটো ব্রিউয়েরি সিস্টেম (এবিএস) বা গাট ফারমেনটেশন সিনড্রোম। এ রোগে আক্রান্তদের গ্রহণ করা শর্করা জাতীয় খাবার দেহে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালকোহলে পরিণত হয়ে যায়। ফলে উচ্চ মাত্রায় অ্যালকোহল গ্রহণের সব লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে তাদের দেহে। ফলে মদ্যপদের সঙ্গে কোনও পার্থক্য বের করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ছত্রাকরোধী থেরাপি দিয়ে এ সমস্যা কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব।নর্থ ক্যারোলাইনার ওই চালককেও এ থেরাপি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি অনেকটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছেন। তবে গবেষকরা তাঁর নাম প্রকাশ করেননি। তাঁরা জানিয়েছেন, এ ধরনের ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এর আগেও এ রোগে আক্রান্ত বেশ কয়েকজন রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।

জিমেইলে পাঠানো বার্তা পড়ছে অন্য কেউ

জিমেইল ব্যবহার করে যে বার্তা পাঠানো কিংবা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা কেবল মেশিনই না, কখনও কখনও থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ ডেভেলপার পড়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে সার্চ জায়ান্ট গুগল। থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে অফিসিয়াল অ্যাপ ছাড়া তৃতীয় কোনো নির্মাতার অ্যাপকে বোঝানো হয়। যেমন আপনি যদি ফেসবুক, গুগল কিংবা ট্যুইটারের অ্যাপ প্লে স্টোরে খোঁজেন, তবে দেখবেন তাদের নিজস্ব অ্যাপ ছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ সেখানে রয়েছে। যেগুলো অন্যান্য ডেভেলপারের তৈরি। এগুলোই হচ্ছে থার্ড পার্টি অ্যাপ। অন্য কথায় কোনো কাজের কিংবা সার্ভিসের জন্য আগে থেকেই তৈরি অফিসিয়াল অ্যাপ থাকার পরও একই কাজের জন্য থার্ড পার্টি ডেভেলপাররা যেসব অ্যাপ বানান সেগুলোই থার্ড পার্টি অ্যাপ। এই তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা অসচেতনভাবে তাদের কর্মীদের জিমেইলের বার্তা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে একটি কোম্পানি জানিয়েছে, এটি খুবই স্বাভাবিক চর্চা। যেটি খুবই নোংরাভাবে গোপন রাখা হয়। কিন্তু এ ধরনের চর্চা তাদের নীতিমালার বাইরে নয় বলে আভাস দিয়েছে গুগল। একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলেন, এটি খুবই বিস্ময়কর যে গুগল ধরনের চর্চার অনুমতি দিয়েছে। ইমেল সেবায় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে জিমেইল। ১৪০ কোটি লোক এ সেবা ব্যবহারকরেন।

আপনার শোয়ার দোষে মুখে ও গলায় বলিরেখা পড়ছে না তো?

আমরা কেউই চাইনা সহজে বুড়িয়ে যেতে। সব সময় চাই ত্বক সুন্দর থাক কুঞ্চিত না হোক বিন্দুমাত্র। কিন্তু অনেক যত্নের পরেও দেখা যায় ত্বকে বলিরেখা।বয়স বাড়তে থাকলে, ত্বকের অযত্ন বা ঘুমের অভাবে ত্বকে বলিরেখা পড়ে। এটাই জেনে এসেছি সব সময়। কিন্তু রাতের ঘুমের সময় যদি আপনি ভুলভাবে শোওয়া হয়, তবে বলিরেখা পড়তে পারে সময়ের অনেক আগেই। কীভাবে?রাতে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা আমরা বিছানায় থাকি। তাই তো? এই দীর্ঘ সময়, অনেকেরই অভ্যাস উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমানোর।কেউ কেউ একপাশ ফিরেই সারাটা রাত কাটিয়ে দেন। বালিশের ওয়াড় যদি সুতির হয়, তা হলে তা আপনার কোমল ত্বকের সঙ্গে ঘষা খেতে থাকে বারবার। আর যাদের ঘরে এয়ার কন্ডিশনার চলে, তাদের ত্বক আর্দ্রতাও হারাতে আরম্ভ করে। আর এগুলো থেকেই শুরু হয় বয়সের অনেক আগেই ত্বকে বলিরেখা পড়া।রাতে ত্বক পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার মেখে ঘুমাতে যান।ত্বকের বলিরেখা পড়া এড়াতে তাই প্রথমে শোওয়ার ভঙ্গি বদলান। একটু উঁচু বালিশে সোজা হয়ে শোওয়ার চেষ্টা করুন

মেয়ের প্রেমিককে লাথি মেরে বের করে দেওয়ার নির্দেশ বলিউড বাদশার

স্ত্রী ও তিন সন্তানের সঙ্গে বরাবরই তার মধুর সম্পর্ক- এ কথা প্রায় বলে থাকেন শাহরুখ খান। সিনেমায় যত রোমান্টিক প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করুন না কেন, বাবা হিসেবে তিনি একেবারেই কুল।তবে সন্তানদের জীবনযাপনের ব্যাপারেও সজাগ বাদশাহ। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে মেয়ে সুহানা খানকে প্রেম বিষয়ে কঠোর নির্দেশ দিলেন

বাবা শাহরুখ।কিং খান বলেন, মেয়ে যদি প্রেম করে তাহলে বলব, ওই ছেলেকে এখনই তোমার জীবন থেকে লাথি মেরে বিদায় কর। ও তোমার উপযুক্ত নয়। আমি তোমাকে ভালো ছেলে খুঁজে দেব।ছেলেমেয়ের সব সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেন শাহরুখ খান। কিন্তু প্রেম প্রসঙ্গ তার একেবারেই পছন্দ নয় বলে জানান। এমনকি মেয়ে যদি জিজ্ঞাসা করে, কেন তার প্রেমিককে বাবার পছন্দ নয়, তার উত্তর দিতেও তিনি বাধ্য নন। মেয়ে সুহানাকে বাবা শাহরুখ এমন কথাও বলেছেন, রাহুল এবং রাজ নামের কোনও ছেলে যদি প্রেমের প্রস্তাব দেয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রত্যাখ্যান করতে।

কেমন অভিনয় করি সেটা বুঝতেই ঋত্বিকের সঙ্গে কাজ করলাম: চিরঞ্জিত

৪০ বছর ধরে অভিনয় করছি। কোনওদিন আলাদাভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়নি। কিন্তু ঋত্বিকের সঙ্গে অভিনয় করার জন্য এই প্রথম আমাকে প্রিপেয়ার হতে হয়েছে। এভাবেই অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন আর এক অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী।বৃহস্পতিবার "বুড়ো সাধু" সিনেমার ট্রেলার ও পোস্টার মুক্তি পেয়েছে। এই সিনেমায় ঋত্বিক ও চিরঞ্জিত, এই দুই অভিনেতাই রয়েছেন। খুব স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এখানে চিরঞ্জিতের চরিত্রটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।টলিউডের এইমুহূতে ব্যস্ততম অভিনেতার নাম ঋত্বিক চক্রবর্তী। নতুন-পুরোনো সব পরিচালকদের কাছেই তাঁর সমান চাহিদা।ঋত্বিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে এদিন চিরঞ্জিত বলেন, "বাংলা ইন্ডাস্ট্রি এখন ডুবছে। ঋত্বিক সেটাকে টেনে তুলছে। ও এতটাই দক্ষ একজন অভিনেতা যে সব পরিচালকরা এখন ওকে চাইছেন। আসলে ও এলইডি লাইট। পাওয়ার কনজাম্পশন কম উজ্জ্বলতা বেশি।''চিরঞ্জিতের কথায়, ''আমি ৪০ বছর ধরে সিনেমা করছি। তার আগে থিয়েটার করেছি। রাখী, সৌমিত্রদার মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করেছি। কোনওদিন অভিনয়ের আগে প্রস্তুতির দরকার হয়নি। কিন্তু ঋত্বিকের সঙ্গে অভিনয় করার জন্য এই প্রথম আমাকে প্রিপেয়ার হতে হয়েছে। আমি নিজে অভিনয়টা কতটা করতে পারি সেটা বোঝার জন্য ওর সঙ্গে কাজ করলাম। ঋত্বিক আমার অভিনয়ের মাপকাঠি।""বুড়ো সাধু" সিনেমায় আবীর নামে একটি ছেলের চরিত্রে অভিনয় করছে ঋত্বিক। এটাই ছবির মূল চরিত্র। এই ছবিতে আবিরের জীবনে দুটি ফেজ রয়েছে। একটি ছাত্র জীবন , অপরটি কর্মজীবন।'' কিন্তু দুই জীবনেই তাঁকে তারা করে বেরিয়েছে কেবল ব্যর্থতা। সেখানে প্রেম থেকে পড়াশোনা বা ফিল্ম

ডিরেক্টর হয়ে ওঠা কোণটাই ঠিক পথে এগোয়নি। কোনও না কোনও বাধা এসে থামিয়ে দিয়েছে তাঁকে।ফলত মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে সে। সব মিলিয়ে একটা সময় পর আবির পর্দার ঋত্বিক খ্যাপাটে ধরনের হয়ে ওঠে। তবু চলতে থাকে সফল হওয়ার চেষ্টা। চলতে থাকে পিছন থেকে টেনে রাখা সাফল্যকে আটকে রাখার ভূতকে খোঁজার চেষ্টা। এমত অবস্থাতেই এক সন্ধায় একটি ঘটনা ঘটে যা বদলে দেয় আবীরের জীবনের মোড়। প্রত্যেকটি সমীকরণ মিলে যায়। কোথায়, কি কারনে কেন আটকে ছিল জীবন সব বলে দেয় এক সন্ধ্যার আকস্মিক ঘটনা।কৌতূহল বাড়িয়ে চিরঞ্জিতের চরিত্রটা আপাতত গোপন রেখেছেন ছবির পরিচালক সৌভিক।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

৩৭০ ধারা ও অযোধ্যা নিয়ে কংগ্রেসকে তোপ অমিতের

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য ৩৭০ ধারাকে লালনপালন করে রেখেছিল কংগ্রেস উ কটাক্ষ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে বিজেপি নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছে। এমনকি কংগ্রেসের প্রবল বাধা সত্বেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ফলে এখন অযোধ্যায় বিশাল রাম মন্দির গড়ে তোলার রাস্তা খুলে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ঝাড়খন্ডের চতরায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ বিলুপ্ত করে গোটা দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদকে নির্মুল করার কাজ করেছে বিজেপি। এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিজেপি নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছে। কংগ্রেসের প্রবল বাধা সত্বেও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ফলে অযোধ্যায় রাম মন্দির গড়ে তোলার রাস্তা খুলে গিয়েছে। কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তিমোর্চার জোটকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ প্রশ্ন তোলেন যে ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠনের জন্য কি করেছে শতাব্দী প্রাচীন দলটি সেই প্রশ্ন জোট শরিক কংগ্রেসকে করা উচিত হেমন্ত সোরেনের। ৬০ বছরের শাসনে কংগ্রেস ঝাড়খন্ডের জন্য কি করেছে সেই প্রশ্নও করা উচিত।

রাজ্যের মাওবাদীদের বাড়বাড়ন্ত কমে গিয়েছে বলে দাবি করে তিনি বলেন, চতরা অঞ্চলে আগে মাওবাদী প্রভাবিত ছিল। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে রাতের দিকে বরযাত্রী নিয়ে যেতে সাহস পেত না সাধারণ মানুষ। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। এখন রাত ১২টাতেও বরযাত্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাওবাদীদের মাটির ২০ ফুট গভীরে পুঁতে দিয়েছে বিজেপি। রাজ্য যখনই কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তিমোর্চার জোট ক্ষমতায় এসেছে তখনই প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। রাজ্যে পাঁচ বছরের বিজেপি শাসনে প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুত পৌঁছিয়েছে। কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। কন্যা সন্তানদের ৮০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, চতরায় প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলা হবে। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এখানে ৭৩ হাজার শৌচালয় গড়ে তোলার কাজ বিজেপি সরকার করেছে। কংগ্রেস এবং ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা জাতপাতের নামে রাজনীতি করে চলেছে। বিজেপি কোনও জাতপাতের নামে রাজনীতি করে না। নরেন্দ্র মোদীর একটি জাতির জন্য কাজ করে চলেছে, তা হল গরিব। যারা গরিব তাদের কাছে সরাসরি সাহায্য পৌঁছিয়ে যাবে। সেই কাজই বিজেপি করছে। রাজ্যের ৩৮ লক্ষ গরিবদের বাড়িতে বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়েছে। ৬০ বছরে যেখানে ১২ শতাংশ রাজ্যবাসীর ঘরে পানীয় জল সরবরাহের করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে বিগত পাঁচ বছরে বিজেপি শাসনে সেই শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ শতাংশ।

ঝাড়খন্ডবাসীদের আবেগকে যে বিজেপি সম্মান দিয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, কেন্দ্রে অটলবিহারি বাজপেয়ী সরকার গড়ার পরেই পৃথক রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ঝাড়খন্ড।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বা ওবিসির উন্নয়ন নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ জানিয়েছেন, ৭০ বছর ধরে শাসন করেও কংগ্রেস ওবিসিদের উন্নয়নের জন্য কখনও ভাবনা চিন্তা করেনি। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এসে ওবিসি মানুষদের সাংবিধানিক সম্মান দেওয়ার কাজ করেছে। ওবিসিদের জন্য কমিশন গঠন করে সেই কাজ করেছে মোদী সরকার। ৬০ বছর ক্ষমতায় থেকেও গরিবদের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বঞ্চিত করেছে কংগ্রেস। গরিবদের ছেলে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে উজ্জলা যোজনা মাধ্যমে মা ও বোনেদের গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান করেছে। এমনকি বিদ্যুত সরবরাহের কাজও হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন জনসভায় বক্তব্য রাখার আগে ভারত মাতা কি জয় বলে ধ্বনি দিয়ে ও বিরসা মুণ্ডাকে স্মরণ করে ভাষণ শুরু করেন তিনি।

হংকংয়ের বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে দু'টি বিলে সই ট্রাম্পের মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তলব চিনের

বেজিং, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : হংকংয়ের বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে দু'টি বিলে সই করেছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যা নিয়ে বেজায় ক্ষিপ্ত চিন উ হংকংয়ের বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে বুধবার 'দ্য হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্র্যাসি অ্যাক্ট' নামে একটি বিলে সই করেছেন ট্রাম্প। এছাড়া অস্ত্র রফতানি নিয়েও আরও একটি বিলে সই করেছেন ট্রাম্প। এই আইন প্রণয়নের পেছনে আমেরিকার 'অশুভ উদ্দেশ্য' রয়েছে দাবি করেছে ক্ষিপ্ত চিন। চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য বৃহস্পতিবার সেদেশে স্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত টেরি ব্র্যানস্ট্যাডকে তলব করেছে চিনের বিদেশ দফতর ।

ওই আইন অনুযায়ী,যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ বাণিজ্য সম্পর্ক রাখার জন্য প্রতি বছর একবার করে হংকংয়ে স্বায়ত্তশাসন বজায় আছে এমন প্রমাণ দেখিয়ে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে চিনকে। সেখানে বলা হয়,হংকং চিনের অংশ হলেও সেটির আলাদা প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। চিনের বিরুদ্ধে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা হংকংয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না, অর্থাৎ হংকংয়ের বিশেষ বাণিজ্য মর্যাদা বজায় থাকবে। আরও বলা হয়,অহিংস বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় গ্রেফতার হলেও হংকংবাসীদের মার্কিন ভিসা পেতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন দেওয়া উচিত।

তাছাড়া, দ্বিতীয় আরেকটি বিলে সই করেছেন তিনি। ওই বিল অনুযায়ী, এখন থেকে হংকং পুলিশের কাছে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম যেমন- কাঁদানে গ্যাস, পেপার স্প্রে, স্টান গান, রাবার বুলেটসহ অন্য গোলাবারুদ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা যাবে।

বৃহস্পতিবার বেইজিং এর তীব্র নিন্দা করে বলেছে, বিল দু'টি 'পক্ষপাতিত্ব ও ঔদ্ধত্যে পূর্ণ'। সেইসঙ্গে এই নিয়ে এ সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের মতো চিনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য সেদেশে স্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত টেরি ব্র্যানস্ট্যাডকে তলব করেছেন চিনের সহ বিদেশমন্ত্রী লে ইউচেং। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে মার্কিন সরকারকে তাদের ভুল শোধরানোর আহ্বান জানিয়েছেন লে। এছাড়া, এই আইন প্রণয়নের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের 'অশুভ উদ্দেশ্য' রয়েছে দাবি করে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে দেশটির বিরুদ্ধে কঠোর পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি জানায় চিনের বিদেশ দফতরের মুখপাত্র গেং শুয়াং। পাল্টা ব্যবস্থা কী হতে পারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যা হওয়ার তা একসময় হবেই। এদিকে, হংকং সরকারও এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছে। হংকং সরকারের দাবি, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অঞ্চলটির সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটি বিক্ষোভকারীদের ভুল বার্তা দেবে। যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে না। অন্যদিকে,বিল দু'টিতে সই করার ঘটনায় বৃহস্পতিবার হংকংয়ের গণতন্ত্রপন্থি বিক্ষোভকারীরা আনন্দ মিছিল করেছে। বিল দু'টি পাস করার জন্য অনেকদিন ধরেই প্রচার চালাচ্ছিলেন তারা।

বাংলাদেশের বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার ৬.০৬০ গ্রাম সোনা, গ্রেফতার এক

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.): ফের বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার বাংলাদেশের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উ বৃহস্পতিবার ৬ কেজি ৬০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা উ

বাংলাদেশের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় প্রতিদিনই সোনা উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে উ আর এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত বিমান গুলি উ বৃহস্পতিবার ভোরে কাতার এয়ারওয়েজে আসা এক যাত্রীর থেকে ৬ কেজি ৬০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করে বাংলাদেশের শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা উ বিমানবন্দর কাস্টমস হাউসের সহকারী কমিশনার সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাজেয়াপ্ত সোনা নিয়ে কাস্টমস আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের গ্রিন চ্যানেলে সতর্কতা জারি করে কাস্টমস হাউস। কাস্টমসের সি শিফট ভোরে কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইট নম্বর কিউআর ৬৩৮-এর যাত্রী মুরশেদ গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমকালে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। পরে যাত্রীর শপিং ব্যাগ স্ক্যানিং করলে সুকৌশলে লুকিয়ে রক স্বর্ণালঙ্কার শনাক্ত হয়। তার কাছ থেকে ৬ কেজি ৬০ গ্রাম স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া যায়। পরে মুরশেদকে আটক করে কাস্টমস হাউস।

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত গৃহবধূর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য বসিরহাটে

বসিরহাট, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার রাতে কলকাতার বি আর সিং হাসপাতালে মৃত্যু হয় তৃষ্ণা সরকার (২২) নামে বসিরহাটের এক গৃহবধূর। ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন ওই গৃহবধূর স্বামী প্রশান্ত সরকার। গৃহবধূর মৃত্যুর খবরে বসিরহাট দন্ডিরহাট এলাকায় ডেঙ্গু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

বসিরহাট দন্ডিরহাট এলাকার বাসিন্দা রেলকর্মী প্রশান্ত সরকার এর স্ত্রী তৃষ্ণা সরকার গত রবিবার থেকে জ্বরে আক্রান্ত হন। সেদিনই তাকে ভর্তি করা হয়েছিল বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। পরের দিনই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন প্রশান্ত সরকার। গৃহবধূর অবস্থা খারাপ হওয়ায় মঙ্গলবার রাতে তাকে বসিরহাট থেকে কলকাতায় রেফার করেন চিকিৎসকরা। প্রশান্ত সরকারের অবস্থাও খারাপ থাকায় স্বামী-স্ত্রী দু''জনকেই বুধবার সকালে ভর্তি করা হয় বি আর সিং হাসপাতলে। বুধবার রাতে সেখানেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসাধীন প্রশান্ত। গৃহবধূর মৃত্যুর পর থেকে ডেঙ্গু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। বৃহস্পতিবার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বুলবুলের সময় স্ত্রীকে নিয়ে পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন প্রশান্ত। সেখান থেকে ফিরে আসার প্রায় ১৫ দিন পরে জ্বরে আক্রান্ত হন তারা। সেক্ষেত্রে পুরী ঘুরতে গিয়ে সেখান থেকেই জ্বরের জীবাণু বহন করে ফিরেছেন নাকি এলাকা থেকেই ছড়িয়েছে ডেঙ্গুর জীবাণু তা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে পরিবারে। তবে ডেঙ্গু ছড়ানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসনের দিকেই গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনায় ডেঙ্গুর আতঙ্কে আতঙ্কিত গ্রামের মানুষ।

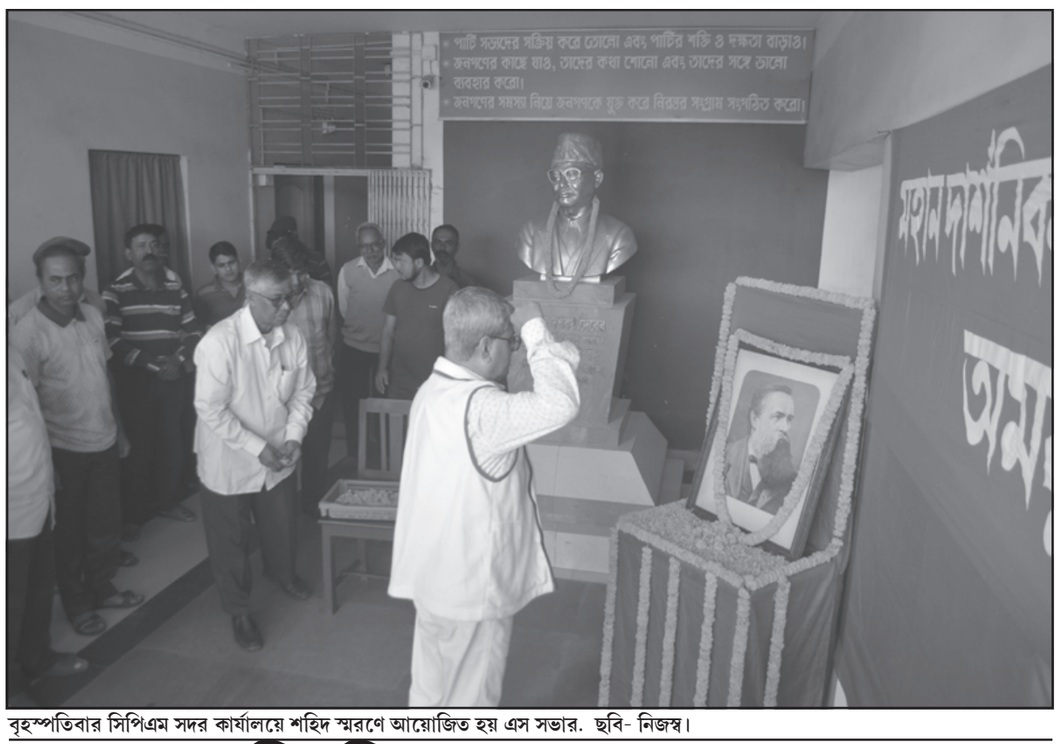

বৃহস্পতিবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে শহিদ স্মরণে আয়োজিত হয় এস সভার. ছবি- নিজস্ব।

এনআরসি নিয়ে মানুষকে বোঝাতে ঘাটতি থেকে গেছে: দিলীপ

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স): এনআরসি নিয়ে মানুষকে বোঝাতে ঘাটতি থেকে গেছে । তবে আমরাও ওষুধ বার করছি । বৃহস্পতিবার উপ নির্বাচনের ফল বের হবার পর এই মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ । তিনি বলেন, উপনির্বাচনে গাছাড়া মনোভাব দেখিয়েছে কর্মীরা । প্রার্থী নিয়েও অভিযোগ থাকতে পারে', ৩-০ হারের পর সাফাই দিলীপ ঘোষের ।

তাঁর মন্তব্য, 'কী কারণে এমন ফলাফল তা এখনই বুঝতে পারছি না । পর্যালোচনা দরকার । আমাদের সংগঠন চাঙ্গা রয়েছে । সে ভাবেই সংগঠনকে প্রস্তুত করেছি । এখন আমাদের দলের নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে । অনেক নতুন নতুন মুখ আসবেন । নতুন উৎসাহে তাঁরা কাজ করবেন ।'

আজ সকালের ভোটপ্রবণতায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ছবিটা। কিন্তু তাও আশা করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। বেলা বাড়তেই বাস্তবের জমিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি। নিজের কেন্দ্রেই হেরে বসে রয়েছেন। এনআরসি নিয়ে বিজেপির আগ্রাসী প্রচার যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তা স্বীকার করে নিলেন দিলীপ। দাবি করলেন, শাসক দল মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে। দিলীপ ঘোষ বলেন, ''এনআরসি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে রাস্তায় নেমেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্ত্রীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেছেন, কাকা আপনারা কবে এসেছেন ? আপনাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রশাসন, সরকারের প্রচারের প্রভাব পড়তে পারে।'

গোটা দেশে এনআরসি করার কথা সংসদে ঘোষণা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরাজ্যেও লোকসভা ভোটের পর থেকে এনআরসি নিয়ে প্রচারের মাত্রা বাড়িয়েছে বিজেপি। পাল্টা এনআরসি হবে না বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্লকে ব্লকে এনআরসি বিরোধী প্রচারও করেছে। দিলীপ ঘোষের অকপট স্বীকারোক্তি, এনআরসি নিয়ে মানুষকে বোঝাতে ঘাটতি থেকে গিয়েছে। তবে আমরাও ওষুধ বার করছি।

লোকসভা ভোটেও খড়্গপুরে এগিয়ে ছিল বিজেপি। অথচ বিধানসভা ভোটে পরাজয়। হারের নেপথ্যে শাসক দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজনীতির অভিযোগ করেছেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'খড়্গপুরে মাফিয়াদের দিয়ে ভোট করিয়েছে তৃণমূল। লোকসভার থেকে কম ভোট পেয়েছি। একটা আঙ্গিকে হয়েছিল। খড়্গপুরে পুলিশ, গুন্ডা ও মাফিয়ারা ভোট করেছে। আগেরবার বুঝতে পারেনি। এবার গুন্ডা, মাফিয়াদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছিল শাসক দল। ভোটের আগের রাতে হুমকি দিয়েছে।''

খড়্গপুরে দিলীপ ঘোষ কোনও কাজ করেননি বলে দাবি করেছে তৃণমূল। বিজেপির রাজ্য সভাপতির ব্যাখ্যা, '৩ বছর ধরে বিধায়ক ছিলাম। লোকসভায় কী করে ৪৫ হাজার লিড পেলাম ?

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited from the eligible female candidates who are residing in Gram Panchayat/ VC area mentioned in column no. 3 for the recruitment of Anganwadi Worker and Anganwadi Helper on purely " No Work No Honorarium" through WALK-IN-INTERVIEW Process which will held on 17/12/2019 at 11 AM onwards in the office of the CDPO, Bagafa ICDS Project,Santir Bazar, South Tripura along with filled up bio-data in prescribed application form with all necessary documents.
List of vacant AWCs.

Sl.N	Name of AWC	Name of GP/VC & ward No.	Name of Block	No of post of Anganwadi Worker	No of post Anganwadi Helper
1	2	3	4	5	6
1	Gridda Kr. Para AWC	Laxmichara, ADC Village	Bokafa RD Block	1(one)	0
2	Santi Asram AWC.	Subash Colony G/P	Bokafa RD Block	1(one)	0
3	Lankajoy Para AWC	Lowgangsom ADC.Village	Bokafa RD Block	1(one)	0
4	Charan Pai AWC	Salthang Manu ADC Village	Bokafa RD Block	1(one)	0
5	Betaga BagarAWC	Betaga GP.	Bokafa RD Block	1(one)	0
6	Hari Mog pars AWC	Gardhing GP	Bokafa RD Block	1(one)	0

The details of terms and conditions as well as eligibility criteria and prescribed application form for Anganwadi Worker / Anganwadi Helper will be available in the office of the Child Development Project Officer (CDPO) .Bagafa at office complex of BDO, Bokafa from 28/11/2019 to 10/12/2019 with in 11-am to 5 pm. except holidays.

ICA/D/1312/19-20

Child Development Project Officer,
Bagafa ICDS Project, Santir Bazar, South Tripura

আমি বর্জন করেছি এবার ব্যবহারযোগ প্লাস্টিক, এবার আপনিও ?

আগামী রবিবার ফের বন্ধ থাকবে উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুল

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : পয়লা ডিসেম্বর রবিবার ফের বন্ধ থাকতে চলেছে উল্টোডাঙ্গা উড়ালপুল। সকাল সকাল ছ'টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে যান চলাচলঊ বৃহস্পতিবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানিয়েছে কেএমডিএ এবং কলকাতা পুলিশ।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ফের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য বন্ধ থাকবে ওই উরাল্পুলের দুই দিকের যান চলাচল। এবার ব্রীজের স্তম্ভ পরীক্ষা করা হবেঊ তবে পয়লা ডিসেম্বর রবিবার হওয়ায় সে অর্থে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে না বলেই মনে করছে প্রশাসন। বিকল্প রুট হিসেবে বলা উল্টোডাঙার হাডকো মোড় হয়ে সিআইটি রোড দিয়ে ভিআইপি রোড থেকে ইএম বাইপাসে ওঠার জন্য গাড়িগুলিকে যেতে হবে। একইভাবে ভিআইপি রোডে ওঠার জন্য ইএম বাইপাস থেকে সিআইটি রোড হয়ে হাডকো মোড় যেতে হবে।
চলতি বছরের জুলাই মাসেই উল্টোডাঙা উড়ালপুলের তিনটি স্তম্ভে বড়সড় ফাটল চোখে পড়েঊ সেই সময় বড়সড় ফাটল নজরে আসায় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বন্ধ করে দেওয়া হয় উত্তর কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ সেতু । উড়ালপুলের দু'দিকেই বন্ধ থাকে যান চলাচল ।
উড়ালপুল পরিদর্শনে যান ইঞ্জিনিয়াররা । এর আগেও দুর্ঘটনা ঘটে এই উড়ালপুলে । ২০১৩ সালের ৩ মার্চ উল্টোডাঙা উড়ালপুলের ভিআইপির দিক থেকে বাইপাস যাওয়ার দিকের অংশ ভেঙে পড়ে । মেরামত করা অংশেই ফের ফাটল নজরে এসেছে বলে খবর ।

শুনশান মুরলীধর সেন লেনের বিজেপি সদর দফতর

কলকাতা, ২৮ নভেম্বর (হি.স): কালিয়াগঞ্জ, খড়গপুর সদর এবং করিমপুরে বিধানসভা কেন্দ্রের ফল ঘোষণা হতেই শুনশান মুরলীধর সেন লেনের বিজেপি সদর দফতর। লোকসভা নির্বাচনে খারাপ ফলের পরই বিধানসভা উপনির্বাচনে অভাবনীয় এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার সকাল আট'টা থেকে ভোট গণনা শুরু হওয়ার পর থেকেই গণনা কেন্দ্রগুলোতে তৃণমূল সমর্থকদের উন্মাদনার ছবি দেখা গেছে। উল্টোদিকে একেবারেই বিপরীত ছবি ধরা পড়ল রাজ্য বিজেপির সদর দফতর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ লাগোয়া মুরলীধর সেন লেনে। শুনশান বিজেপির সদর দফতর। অন্যান্য দিন যেমন সেখানে সকাল থেকেই দলীয় কর্মীদের দেখা পাওয়া যায়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ফাঁকা রাজ্য বিজেপির অফিস।

গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি ভান্ডারীমায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৮ নভেম্বর।। ভান্ডারীমায় গুলিবিদ্ধ হলেন এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে কাঞ্চনপুর মহকুমার সেতুদুবার গ্রামে ভান্ডারীমা এলাকায় বাড়ি থেকে বেড় হয়ে গিয়েছিলেন কুলু মণি রিয়াং (৩৬)। জানা যায় কলা গাছের পাতা আনতে যায় বাড়ি থেকে কিছু দূরে জঙ্গলে। কলা গাছের পাতা কাটার সময় উনার পিছন দিক থেকে গুলি ছুড়তে থাকে কে বা কারা। গুলির শব্দ শোনে এলাকার লোকজন সেখানে পোঁছে এবং তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় আনন্দবাজার হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার শরীরে তিনটি গুলি লেগেছে। তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে কাঞ্চনপুর হাসপাতালে রেফার করা হয়। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

শীতের পোশাক

তিনের পাতার পর
ঊ তাছাড়াও এই বছর চিড়িয়াখানায় আগমন ঘটেছে দুই চিতাবাঘ শাবকের ঊ তাদের নাম নয়ন ও শিশিরঊ তাছাড়াও দুটি লেপার্ড, দুটি হায়না সহ একটি সাদা বাঘের আগমন ঘটেছে চিড়িয়াখানায় ঊ তাছাড়াও আগমন ঘটেছে এক জিরাফ শাবকের ঊ ইতিমধ্যেই নতুন অতিথিদের টানে শীত পরতে না পরতেই চিরিয়ানায় ঢু মারছেন পশু প্রেমীরাঊআর তাছাড়াও চিরিখানার বেশ পুরোনো অতিথী 'বাবু' ঊ তাঁকে দেখতে প্রতিবারই তাঁর খাঁচার সামনে অব্যশই ঢু মারেন চিড়িয়াখানায় আগত দর্শনার্থীরা ঊ এবারেও ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে 'বাবু' ওরফে শিম্পাঞ্জি মহারাজের কিত্তিকলাপ দেখতে বেশিরভাগ সময়েই দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন তাঁর খাঁচার সামনে ঊ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আইনি পরিষেবা শিবিরগুলিতে সাড়া

আগরতলা, ২৮ নভেম্বর ঃ প্রত্যন্ত এলাকায় আইনি পরিষেবা শিবিরগুলিতে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ। গত ২১ নভেম্বর খোয়াই-এর বেহালাবাড়ি এডিসি ভিলেজে শিবির দিয়ে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। ২৪ নভেম্বর সিপাহীজলা জেলার জম্পুইজলা টাউন কমিউনিটি হলে দ্বিতীয় এবং ২৬ নভেম্বর ধলাই জেলার কাঁঠালবাড়ি এডিসি ভিলেজের শিকারিবাড়িতে তৃতীয় আইনি পরিষেবা শিবিরটি হয়। তিনটি শিবিরেই জনজাতি অংশের হাজারো মানুষ অংশ নিয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর, চাইল্ড লাইন, পুলিশ সহ বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে তিন জায়গায়ই স্টল দেওয়া হয়।

আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে আরও ১৯টি আইনি পরিষেবা শিবির হবে। খোয়াই বেহালাবাড়িতে আইনি পরিষেবা শিবিরের উদ্বোধন করে খোয়াই জেলাশাসক পঙ্কজ চক্রবর্তী। ছিলেন খোয়াই জেলা ও দায়রা বিচারক তথা খোয়াই আইনসেবা কতৃ৪পক্ষের চেয়ারম্যান পি কে দত্ত, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব শুভাশিস শর্মা রায়, উপ-সচিব সুশান্ত দেববর্মা, জেলার পুলিশের এসপি সহ অন্যরা। শিবিরে ২০৫ জনকে পি আর টি সি, ১৫২ জনকে এস টি, ৫২ জনকে বিবাহ নিবন্ধীকরণ এবং ৩৫৩ জনকে জন্মের শংসাপত্র দেওয়া হয়। চারজন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে চলাচলের সুবিধার্থে বিভিন্ন মেশিন ও সামগ্রী দেওয়া হয়। শিবিরে ২ হাজার ৭৮৭ জন বিভিন্ন শংসাপত্র পেতে আবেদন করেছিলেন। বাকিদের শংসাপত্র তৈরির কাজ চলছে। জম্পুইজলায় শিবিরে অপুষ্টিতে ভুগছে এমন আট শিশুর অভিভাবকের হাতে ২৪ হাজার টাকা করে চেক তুলে দেওয়া হয় সমাজ কল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে। শিবিরে ১৩২ জনকে এসটি, ম্যারেজ এবং পিআরটিসি শংসাপত্র দেওয়া হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের দুই সদস্য ড. রঞ্জিৎ দেবনাথ এবং ড. সুনীল রঞ্জন সাহা। ভাষণ পেশ করেন সিপাহীজলা জেলার আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা জেলা জজ বিশ্বজিৎ পালিত, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব শুভাশিস শর্মা রায়, এডিএম উদয়ন সিনহা, টিএসআর সপ্তম ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট এস কে আচার্য প্রমুখ। শিকারিবাড়িতে শিবিরে ১১ জনকে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া হয়, ২ জনকে বিবাহ নিবন্ধীকরণ এবং ছয় জনকে ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। হলফনামা করে দেওয়া হয় ৩৬ জনের। আধার তৈরি এবং সংশোধন করা হয় ৪৩ জনের। এছাড়া ৬০ জনের পিআরটিসি, ৫৪ জনের এসটি শংসাপত্র তৈরি করতে আবেদন সংগ্রহ করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন ধলাই জেলার জেলা ও দায়রা বিচারক তথা জেলার আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দাতামোহন জমাতিয়া। ছিলেন পারিবারিক আদালতের বিচারক সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সহকারী দায়রা বিচারক দেবাশিস কর, জেলার এসপি কিশোর দেববর্মা, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উপসচিব সুশান্ত দেববর্মা, জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সচিব মানবেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। ১ ডিসেম্বর শিবির হবে সোনামুড়ার বক্সনগর ব্লকের রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে, খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাতারবাড়ি ব্লকের জুলাইবাড়ি হাইস্কুল এবং অমরপুরের তৈদু টাউন হলে। ৮ ডিসেম্বর নয় জায়গায় শিবির হবে। এগুলি হলো পশ্চিম জেলার উত্তর বোধজংনগর, গোমতী জেলার গামারিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ জেলার রাজনগর ব্লকের ভি এম হাইস্কুল চত্বর, সাব্রুমের ছাতকছরি হাইস্কুল চত্বর, কৈলাসহরের বারখলা হাইস্কুল চত্বর, উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার তিলথাই রূপচরণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বর, কাঞ্চনপুরের উত্তর জয়েশ্রী হাইস্কুল মাঠ, কমলপুরের ধনচন্দ্র সি পি হাইস্কুল চত্বর এবং গন্ডাছড়ার রইস্যাবাড়ি দ্বাদশ স্কুল চত্বর।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এর জন্মদিন রাজ্যেও পালিত

আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা এবং মহান কার্ল মার্কসের সহযোদ্ধা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলাস এর ২০০ তম জন্মদিবস বৃহস্পতিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় এসইউসিআই (সি) দলের উদ্যোগে। সকালে দলের রাজ্য অফিসে রক্তিম পতাকা উত্তোলনের পর ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের সামনে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এর লেখা 'সাম্যবাদের মূল নীতি' বইটি পাঠ করা হয় এবং দলের নেতা ও কর্মীগণ এই বইটির উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষককে মারধর, জমিয়ত উলামা হিন্দের নিন্দা

আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। ২৫ নভেম্বর ধর্মনগর বাগবাসার গঙ্গানগর স্কুলে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে স্কুলের শিক্ষককে মারধরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা স্টেট জমিয়ত উলামা (হিন্দ)। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে সংগঠন উক্ত এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে গোটা বিষয়টি জেনেছেন। তারা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। সেই সাথে রাজ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় রাখাও আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।

প্রচারপর্ব শেষ

আটের পাতার পর
বিজেপির প্রার্থী অলোক চৌরাসিয়া এবং কংগ্রেসের কেএন ত্রিপাঠী, বিশ্রামপুরে বিজেপি প্রার্থী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী রামচন্দ্র চন্দ্রবংশী এবং কংগ্রেসের চন্দ্রশেখর দুবে, ছতরপুরে বিজেপির পুষ্প দেবী, আজসুর রাধাকৃষ্ণ কিশোর এবং আরজেডির বিজয় রাম, হুসেনাবাদ পার্টির প্রার্থী কুশওয়াহা শিবন মেহতা এবং আরজেডি সঞ্জয় প্রসাদ সিং যাদব, পাঁকিতে কংগ্রেসের দেবেন্দ্র সিং ওরফে বিট্টু সিং এবং বিজেপির শশীভূষণ মেহতা, লাতেহারে বিজেপির প্রকাশ ও জেএমএমের বৈদ্যনাথ রাম, মানিকায় কংগ্রেসের রামচন্দ্র চেরো এবং বিজেপির রঘুপাল সিং, গুমলায় বিজেপির মিশির কুজুর এবং জেএমএমের ভূষণ তিরকি, বিএমপুরের জেএমএমের চামরা লিন্ডার রয়েছেন।

তৃণমূল মহাসচিবের

তিনের পাতার পর
ছিল সেগুলি দ্রুত মেরামত করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে জনসংযোগ। তারই ফল মিলেছে উপনির্বাচনে।'

সাময়িক স্বস্তি

তিনের পাতার পর
এমনিতে বৃষ্টি হলে দূষণের মাত্রা কমে বলেই জানাচ্ছেন আবহবিজ্ঞানীদের একাংশ। খারাপ থেকে এখন স্বস্তির আবহাওয়া দিল্লিতে।
দিল্লি বৃষ্টিতে ভিজলেও বৃহস্পতিবার সকালে ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ-সহ বিভিন্ন জেলা। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর প্রদেশের গোমতি নগর এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) ছিল ৩৪০, যা খুবই খারাপ।

বগি লাইনচ্যুত

তিনের পাতার পর
খুঁটিতে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় বৈদ্যুতিক খুঁটিটি ভেঙে পরে এবন একটি রেলওয়ে ভবনও ধসে পরে। ঘটনার পর রেলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে মেরামতির কাজ শুরু করেন। ঘট্নার পর জয়পুর ভোপাল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসটি ২ এর পরিবর্তে ৫ নম্বর প্লাটফর্মে এনে ভোপালের জন্য রওয়ানা করানো হয়। যার ফলে ট্রেনটি প্রায় তিন ঘন্টা দেরিতে চলাচল করছে। দুর্ঘটনার কারণে আরও কয়েকটি ট্রেন দেরিতে চলছে। বগিটি সরানোর পরে ট্রেনের ট্র্যাকগুলি মেরামত করা হবে। কীভাবে হঠাৎ করে নতুন লাইনে মালবাহী ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়েছিল তা তদন্ত করা হবে।

বৃহস্পতিবার স্টাডি ট্যুর এর অঙ্গ হিসেবে ডলুবাড়ি গেইট স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা আগরতলায় রাজভবন পরিদর্শনে গেলে রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
নিয়ে কথা বলবেন। আগামীকাল অমিত শাহের তাঁর সাথে দেখা হবে। তাই, আজ তিনি দিল্লি রওয়ানা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ।

এদিকে, কংগ্রেস ওই বৈঠকে অংশ নেবে না বলে সাফ জানিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কনভেনার পীযূষকান্তি বিশ্বাস জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল তৈরি করে মতামত নেওয়ার যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি না। তাঁর দাবি, কংগ্রেস শুরু থেকেই ওই বিলের বিরোধীতা করছে। ফলে, প্রস্তাবিত মহাবৈঠকে অংশ নেওয়া অর্থহীন, বলেন তিনি।

অন্যদিকে, সিপিএম এখনও আগামীকালের বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে কি না সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাশ জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার আমন্ত্রণ পেয়েছি। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারও একই আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তবে, ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

শাসকজোট শরিক উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল আইপিএফটিও মহাবৈঠকের আমন্ত্রণ পেয়েছে এবং দলের সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া তাতে অংশ নেবেন। দলের সভাপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী এন.সি. দেববর্মা বলেন, আইপিএফটি ওই বৈঠকে অংশ নেবে এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কে আবারও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আপত্তি জানাবে।

এদিকে, ত্রিপুরার আরেক উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল আইএনপিটিও ওই বৈঠকের আমন্ত্রণ পেয়েছে। দলের সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা বলেন, আগামীকাল সভাপতি বিজয়কুমার রাঙ্খল-সহ দিল্লিতে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ডাকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে যোগ দিচ্ছি। তবে, ওই বিলে আপত্তি রয়েছে আমাদের, তা সাফ জানাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এতে সাফ হয়ে গেছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের ভাবাবেগ বুঝে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু বৈঠকের ফল কী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

তৃণমূল

● প্রথম পাতার পর
মজুমদারকে মারধরের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল এই কেন্দ্রে। তবে উপনির্বাচনের গণনায় তেমন কোনও চমক নেই। কারণ ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৫ হাজার ৯৮৯ ভোটে জিতেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। এবছর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখেও এই বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। এবারের তৃণমূল প্রার্থী বিমলেন্দু সিংহ রায়ের জয়ও নিশ্চিত হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য ভাবে লোকসভার নিরিখে এবং গত বিধানসভা ভোটে জয়ের যে ব্যবধান ছিল, সেটা আরও অনেকটাই বেড়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

মহারাষ্ট্রে

● প্রথম পাতার পর
উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদটি এনসিপির জন্য সংরক্ষিত, তাই এই পদে কাকে নির্বাচিত করা হবে সে বিষয়ে দলের সুপ্রিমো শরদ পওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন। রাউত আরও বলেন, এটি খুব বড় সমস্যা নয়। শরদ পওয়ার এটি নির্ণয় করবেন। প্রাক্তন মন্ত্রী ছাগন ভূজওয়াল জানান, এখন পর্যন্ত দলীয় বৈঠকে কাকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করা হবে, তার সিদ্ধান্ত হয়নি, তাই এই আলোচনা অর্থহীন।

নতুন

● প্রথম পাতার পর
সচিব সৌলেন্ড সিংকে প্রানী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ওই আদেশ আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর
নাবালিকাকে এভাবে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ায় বড় ভাই অপহরণকারী বাইশ বছরের সেলিম আলীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন।

রাহুল গান্ধীর

আটের পাতার পর
হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। পরে লোকসভায় ওয়াকআউট করেন কংগ্রেস সাংসদরা। এর আগে, বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে প্রতিরক্ষা কমিটি থেকে অপসারিত করা হয়েছে। এমনকি এই মন্তব্যের কড়া নিন্দা করেছে বিজেপি।

যোগান কম, চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় পেঁয়াজ আলোর দাম বৃদ্ধি, দাবি ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই বছর পেঁয়াজের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। যোগান কমে চাহিদা বেড়ে গেলে সমস্যা তৈরি হয়। এর উপর বেড়েছে পরিবহণ খরচ। স্বভাবতই দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে বিক্রেতারা। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান মহারাজগঞ্জ বাজারের আলু , পেঁয়াজ , রসুন ব্যবসায়ীদের উপদেষ্টা কমিটি। আগরতলা পর্যন্ত ১০ বগি রেলে বরাদ্দ করার দাবি জানায় কমিটি। এর মাধ্যমে পণ্য আনলে মূল্য অনেকটাই কমবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তারা। রাজ্য সরকারের আহ্বানে সারা দিয়ে মূল্য বাড়ানো হয়নি। পরিষেবা দিয়ে কিছুটা লাভ করে ব্যবসায়ীরা। এটাই নিয়ম। মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে নয় ব্যবসায়ীরা। তবে বাজারে মজুত স্বাভাবিক বলে জানান মহারাজগঞ্জ বাজারের আলু , পেঁয়াজ , রসুন ব্যবসায়ীর উপদেষ্টা কমিটির কনভেনার অরবিন্দ দাস। আগামীদিনে মূল্য স্বাভাবিক রাখতে সমস্ত ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে জানান তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

উন্মুক্ত

● প্রথম পাতার পর
হয়। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন সময় গ্রামবাসীরাও বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিএসএফকে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিতে হচ্ছে। তবুও ত্রিপুরার সীমান্ত অনেকটাই নিরাপদে রয়েছে, জোর গলায় দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটি-র অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি বিএসএফ। নিষ্ক্রিয় হলেও এখনও এনএলএফটি-র ২২ থেকে ২৪ জন ক্যাডর আত্মসমর্পণ করেনি। জঙ্গি দলের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছে বিএসএফ।

ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার কালো অধ্যায় আজও অনেকের মনে শিহরণ জাগায়। তাদের আতঙ্কে বিনিদ্র রাত কাটানো ভুলতে পারছেন না অনেকেই। তবুও, এনএলএফটি-র নিষ্ক্রিয়তা ত্রিপুরাবাসীকে নিশ্চিন্তে রেখেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে, তাদের অস্তিত্বকে আজও কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ১৩ অগাস্ট ২০১৯ নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরী সংগঠন এনএলএফটি-র ৮৮ জন ক্যাডার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। সাম্প্রতিককালের মধ্যে যা সর্ববৃহৎ বৈরি আত্মসমর্পণ প্রক্রিয়া। সহিংসতার পথ ছেড়ে তারা স্বাভাবিক জীবনে আসতে চেয়েছে। তাই, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার উপস্থিতিতে তারা আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এনএলএফটি নেতা সবির দেববর্মা, কাজল দেববর্মা, কর্ণ দেববর্মা, তপন কলই এবং সুমেন্দ্র দেববর্মা ওইদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী ওইদিন বাইরের একে ৪৭ রাইফেল ৩-টি, ৭.৬২ এসএলআর ৬-টি, চাইনিজ রাইফেল ৪-টি, কার্বাইন ৩-টি, ওজি ১-টি, দুই ইঞ্চি মর্টার ১-টি, ৪০ এমএম ১-টি, পয়েন্ট থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ১৯টি, ইউএস কার্বাইন ১-টি, এম-২০ পিস্তল ৪-টি, সিঙ্গল বোর গান ১-টি, ৯ এমএম কার্তুজ ৫৮৬টি, এম-২০ কার্তুজ ৪-টি, থ্রি-নট-থ্রি কার্তুজ ৯৯১টি, একে ৪৭ কার্তুজ ২৯৫টি জমা দিয়েছেন। এছাড়া টাইম ডিভাইস ১৬টি, টাইম পেনসিল ২৩টি, ওয়ারলেস সেট ৯-টি, বোতল গ্রেনেড ১৩টি, চাইনিজ গ্রেনেড ১-টি, গ্যাস গ্রেনেড ১-টি, একে ম্যাগাজিন ৬-টি, এসএলআরভি ম্যাগাজিন ১৪টি, প্রেসার স্যুইচ ১৮টি, ৪০ এমএম সেল ১-টি, টুইন সেল ১-টি, হ্যান্ড গ্রেনেড ১-টি, এম-২০ ম্যাগাজিন ৪-টি, ইউএস কার্বাইন ম্যাগাজিন ১-টি, শজি ম্যাগাজিন ২-টি, লকিং স্যুইচ ৪-টি, টাইম ডিলে ১-টি, থ্রি-নট-থ্রি ম্যাগাজিন ১৯টি জমা দিয়েছেন।

আজ বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি বলেন, ত্রিপুরায় আপাতত উগ্রপন্থী সমস্যা নেই। এনএলএফটি-র গতিবিধিও নজরে আসছে না। তবে, তারা নিষ্ক্রিয় হলেও মুছে যায়নি। এনএলএফটি জঙ্গি দলে এখনও ২২ থেকে ২৪ জন আত্মসমর্পণ করেনি। তাঁর কথায়, ২০১৮ সালের শেষের দিকে ওই বৈরি সংগঠনের তিনজন আত্মসমর্পণ করেছিল। তাছাড়া, গত অগাস্টে একসাথে ৮৮ জন ক্যাডার আত্মসমর্পণ করেছে।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় পাচারের পদ্ধতিগত পরিবর্তন হয়েছে। ফেন্সিডিলের বদলে ইয়াবার থাবা বেড়েছে। তবে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বিএসএফেরও সাফল্য রয়েছে। নেশা বিরোধী অভিযান সম্পর্কে এভাবেই বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এ বছর নেশা সামগ্রী ছাড়া ৩২ কোটি ৯২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকার অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে বিএসএফ।

এদিন তিনি বলেন, চলতি বছরে নেশা বিরোধী অভিযানে বিরাট সাফল্য মিলেছে। ত্রিপুরায় ২৩৬টি অভিযানে ৮,৯৮২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। তাঁর দাবি, বিগত বছরের তুলনায় গাঁজা কম উদ্ধার হয়েছে। কারণ, বর্তমানে গাঁজা এবং ফেন্সিডিল পাচার কমেছে। তার বদলে ইয়াবা ট্যাবলেটের পাচার মারাত্মকভাবে বেড়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবহার খুবই কম। সে তুলনায় ত্রিপুরাকে পাচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি জানান, এ বছর ৩ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৬৮টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১৭ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। বিএসএফের আইজি বলেন, ইয়াবার পাচারবান্ধব তাই, সহজেই এর পাচার বাণিজ্য বেড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ২২ হাজার জমিতে ৪৩ হাজার ২০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। যার বাজারমূল্য ৮১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, জানান তিনি।

এদিকে, অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও বিএসএফ সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে বলে দাবি করেছেন তিনি। বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি বলেন, এ বছর ত্রিপুরায় ভারত-বাংলা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পারাপারের সময় ২৩৬ জনকে আটক করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১১৭ জন ভারতীয়, ৬৫ জন বাংলাদেশি, ৫৩ জন রোহিঙ্গা এবং একজন নাইজেরিয়ান নাগরিক রয়েছেন।

মহড়া

● প্রথম পাতার পর
ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার থেকে রাজ্যব্যাপী সংগঠিত এই মহড়ার পর্যবেক্ষণ করেন ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কো-অর্ডিনেটর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার কুলদীপ সিং। প্রতিটি জেলাতেই আজকের এই মহড়া সফলভাবে সংগঠিত করা হয়েছে বলে রাজস্ব দফতরের প্রধানসচিব বরুণকুমার সাহু জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও আলোচনা করেন ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কো-অর্ডিনেটর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার কুলদীপ সিং এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার শরৎকুমার দাস।

প্রসঙ্গত, সাংবাদিক সম্মেলনের আগে প্রধানসচিব বিকে সাহু এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির কো-অর্ডিনেটর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার কুলদীপ সিং সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আজকের আটটি জেলায় সংগঠিত এই মেগা মহড়ার বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

কদমতলায়

● প্রথম পাতার পর
সূত্রধর (৩৪) এবং সুনির্মল নাথ (৪৫)। তাদের সকলের বাড়ি কদমতলা থানা এলাকায়।

দুর্ঘটনার পর প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয়রা তড়িঘড়ি প্রেমতলা দমকল বাহিনী এবং কদমতলা থানাকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে রাস্তার উপর আহত অবস্থায় পড়ে থাকা মোট সাত যাত্রীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। এ ব্যাপারে পুলিশের হাবিলদার জনৈক জিএম উদ্দিন জানান, দুটি বাহনের চালক যথাক্রমে শুভদীপ পাল ও আক্লাস উদ্দিন ওরফে আলমাসকে আটক করা হয়েছে।

''ওয়াংখেড়েতে বিশ্বকাপ ফাইনালের বন্দেমাতরম গর্জন ভুলব না'', আবেগতাড়িত ধোনি

তিনি খুব একটা কথা-টথা বলেন না। আর এতটা আবেগতাড়িত হয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কথা বলতে খুব একটা শোনা যায়নি। বুধবার দিনটাকে তাই ব্যতিক্রমীই বলতে হবে। এ দিন মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে বারবার যে ভাবে আবেগে ভেসে গেলেন দু''বারের বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি! ধোনি বলছিলেন যে, ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালে ওয়াংখেড়ে গ্যালারির বন্দেমাতরম চিতকারটা কোনওদিন ভুলতে পারবেন না। আরও একটা ঘটনাও তাঁর হৃদয়ের খুব কাছে থাকবে। সেটা হল ২০০৭-এ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ফেরার পর মুম্বইয়ের উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা।ধোনি বলছিলেন, ''''দুটো ঘটনার কথা আমি এখানে বলতে চাই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরার পর হুডখোলা বাসে ঘোরানো হয়েছিল। আমরা মেরিন ড্রাইভের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর চারিদিক লোকারণ্য। লোকজন সব গাড়ি থেকে বেরিয়া আসছিল। সবার সবার হাসি মুখগুলো ভীষণ তৃপ্তি দিয়েছিল। ওই ভিড়ে এমন অনেক মানুষ ছিলেন যাঁরা ফ্লাইট মিস করেছিলেন কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছিলেন। তাঁরাও একইরকম উতসব করছিলেন। আর দ্বিতীয় ঘটনাটা হল ওয়াংখেড়েতে ২০১১-র বিশ্বকাপ ফাইনাল। ম্যাচ জিততে আর তখন ১৫-২০ রান বাকি। গোটা গ্যালারি বন্দেমাতরম বলে চিতকার করছিল। এই কীর্তি বারবার করা কঠিন। তাই এই দুটো ঘটনা হৃদয়ের খুব কাছে থাকবে।''''ধোনির মনে হয়েছে, ক্রিকেটে প্রত্যেকটা মুহূর্তে এতটাই অনিশ্চিয়তা রয়েছে বলেই ভারতে ক্রিকেটের এত জনপ্রিয়তা। বলছিলেন, ''''ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। প্রত্যেকটা বলে খেলার বরং বদলে যায়। তাই আমাদের দেশে ক্রিকেট এত জনপ্রিয়তা বলেই আমার মনে হয়।'''' অনিশ্চয়তায় ভরা ছিল তো তাঁর নিজের ক্রিকেট কেরিয়ারও। ঝাড়খণ্ড মতো একটা ছোট রাজ্য থেকে উঠে আসা। ক্রিকেট জীবনে চড়াই-উতরাই পেরোতে হয়েছে প্রচুর। ধোনি বলছিলেন, ''''আমি একটা ছোট রাজ্য, ছোট শহর থেকে উঠে এসেছি। ভাববেন না সবসময় ভাল সময়ের মধ্যে দিয়ে আমার ক্রিকেট কেরিয়ার গিয়েছে। ২০০৩-এ ভারতীয় এ দলে সুযোগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার কেরিয়ারে ভাল সময়ও যেমন এসেছে, তেমনই খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়েও গিয়েছি। তারপর থেকে অবশ্য নিয়মিত সাফল্য পেতে শুরু করি। আমি একটা কথা সবময় বিশ্বাস করে এসেছি, নিজের শক্তি-দুর্বলতা বুঝতে হবে।''''স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন উঠছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধোনির ভবিষ্যত কী? ভারতীয় জার্সিতে কি আর তাঁকে নামতে দেখা যাবে? নিজের ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়েই বা কী ভেবেছেন? আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁকে খেলতে দেখা যাবে? ভারতের কোচ রবি শাস্ত্রী বলে দিয়েছেন যে, আগামী আইপিএলে ধোনি কেমন খেলেন, তার উপর নির্ভর করে থাকবে সব কিছু। এখন জল্পনা চালিয়ে কোনও লাভ নেই। ধোনির এক ঘনিষ্ঠও জানিয়েছেন যে, আগামী বছর আইপিএলের পরই নিজের কেরিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন ধোনি। আর ধোনি স্বয়ং এ দিন বলে দিলেন, তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞাসা না করতে! বললেন, ''''জানুয়ারি পর্যন্ত আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।''''প্রসঙ্গত, গত ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের পর আর দেশের জার্সিতে নামতে দেখা যায়নি ধোনিকে। সেনাবাহিনীর কাজে যোগ দেবেন বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাননি। তার পর দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ, বাংলাদেশ সিরিজ- কোথাওই নামতে দেখা যায়নি ধোনিকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন টি-টোয়েন্টি আর ওয়ানডে সিরিজেও নেই ধোনি। তা হলে কী করবেন তিনি? ফিরবেন কবে? নাকি ফিরবেনই না? চুপচাপ বসে থাকুন। জানুয়ারি পর্যন্ত মহেন্দ্র সিং ধোনিকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে না!

বিমানবন্দরে জরিমানা বাংলাদেশের ক্রিকেটারের

ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পরও ছিলেন কলকাতায়। আর সেই কারণে কলকাতা বিমানবন্দরে আটকে পড়েন বাংলাদেশের ওপেনার সইফ হাসান। দেশে ফেরার জন্য ২১, ৬০০ টাকা জরিমানাও দিতে হয়েছে তাঁকে।বাংলাদেশ দলের সঙ্গে টেস্ট সিরিজের বিকল্প ওপেনার হিসেবে ভারতে এসেছিলেন সইফ। কিন্তু কোনও টেস্টেই তিনি খেলেননি। ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। দলের সঙ্গেই কলকাতায় থেকে গিয়েছিলেন তিনি। বুঝতেই পারেননি যে তাঁর ছয় মাসের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে।বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার তৌফিক হাসান বলেছেন, ''হাসানের ভিসা দুই দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর এটা ও উপলব্ধি করে বিমানবন্দরে। ফলে ও বুকিং হওয়া ফ্লাইটে উঠতে পারেনি। বেশি সময় থাকার জন্য নতুন নিয়মে জরিমানা হয়েছে ওর। সৌভাগ্যবশত, ভারতীয় হাই কমিশন ওঁর ভিসার ব্যাপারে ক্লিয়ারেন্স দেওয়ায় বুধবার ও দেশে ফিরেছে।''ইডেনে ভারতের কাছে ইনিংস ও ৪৬ রানে হারের পর বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা একসঙ্গে দেশে ফেরেননি। কয়েকজন রবিবার রাতেই ফিরে যান। সইফসহ বাকি ক্রিকেটারদের দেশে ফেরার কথা ছিল সোমবার কিন্তু, বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয় তাঁকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পুরো দলেরই ভিসা ঠিক করেছিল। কিন্তু সইফের আগেই ভারতের ভিসা থাকায় তাঁকে বাদ দিয়ে বাকি দলের ভিসা করা হয়। তাঁর ভিসা ইস্যু করা হয়েছিল জুনে। কিন্তু সইফ ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, কারওরই খেয়াল ছিল না যে সইফের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যেই। এই কারণেই ভুগতে হল তাঁকে।

৩০ বছর পর জার্মান ডার্বিতে

বার্লিন প্রাচীর ভেঙে যাওয়ার তিরিশ বছর পর জার্মানির বুন্দেশলিগা ফুটবল ডার্বিতে প্রথম মুখোমুখি হচ্ছে বার্লিনের এফসি ইউনিয়ন আর হার্থা বার্লিন। এই খেলা ফের রেষারেষির জন্ম দেবে নাকি সংযুক্তির হাওয়া আরও বাড়াবে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। দুই ক্লাবের স্টেডিয়ামের মধ্যে ফারাক ২৬ কিলোমিটার। কিন্তু কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানি আর ধনতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানি তাদের দুই দেশে আলাদা করে দিয়েছিল দুই ক্লাবকে। খেলা হবে শনিবার। ১৯৯০ সালে বার্লিন প্রাচীর ভাঙার ৭৯ দিন পর বন্ধুত্বমূলক ম্যাচ খেলেছিল দুই দল অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। এই প্রথম জার্মান ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশনে খেলতে চলেছে দুই দল।

নিজের চোট নিয়ে কি বললেন ঋদ্ধিমান সাহা ?

ইডেন গার্ডেনে ঐতিহাসিক গোলাপি টেস্টে কিপিং করতে গিয়ে ডানহাতের মধ্যমার আঙুলে চোট পেয়েছিলেন। চোট নিয়েই গোলাপি টেস্ট ম্যাচে কিপিং করেছেন। ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলাপি টেস্ট ম্যাচ জিতেছে এক ইনিংস আর ৪৬ রানের ব্যবধানে। এরপর হয়েছে ঋদ্ধি অস্ত্রোপচার। বিসিসিআই জানিয়েছে, ঋদ্ধিমান সাহার অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। এখন ঋদ্ধি বিশ্রামে রয়েছেন। অস্ত্রোপচারের পর ভারতীয় কিপার ঋদ্ধিমান সাহা নিজের চোট নিয়ে জানিয়েছেন, নিউজিল্যান্ড সফরের আগেই ফিট হওয়ার আশা রাখছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে ভারত প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে। ভারত দুই টেস্ট ম্যাচ খেলবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে।ঋদ্ধির আশা এই টেস্টের আগেই তিনি ফিট হিয়ে যাবেন। চোট নিয়ে নিজের বয়ানে ঋদ্ধি জানিয়েছে,'এটা একটা সামান্য ফ্র্যারকচারের মতোই। এটা ঠিক হতে পাঁচ সপ্তাহের বেশি সময় লাগার কথা নয়। আমি বাড়িতে কিছু সময় বিশ্রাম নেব। এবং এরপর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার জন্য জাতীয় ক্রিকেট আকাদেমিতে গিয়ে আকাদেমির নির্দেশ পালন করবো।' প্রসঙ্গত, ১৮ মাস চোটের কারণে কিপার ঋদ্ধিমান সাহা ভারতীয় দলের বাইরে ছিলেন।দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরে ''ঋদ্ধিমান সুপারম্যান'' অভিধা পেয়েছেন। ফের চোটের কবলে ভারতীয় এই কিপার। তবে ভারতীয় ক্রিকেটভক্তরা চাইবেন না ঋদ্ধির চোট দীর্ঘস্থায়ী হোক। সদ্য দিন রাতের ঐতিহাসিক গোলাপি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ভারতীয় কিপার ঋদ্ধিমান সাহা। এই টেস্ট ম্যাচ নিয়ে ঋদ্ধির উপলব্ধি হল এইরকম, 'গোলাপি টেস্ট নিশ্চিতভাবেই চ্যালেঞ্জিং ছিল। বিশেষত ফ্লাডলাইটে, বাউন্ডারি লাইনে ফ্লিডাররা একেবারে বলকে দেখতে সক্ষম ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে ব্যাকগাউন্ডে সাইডস্ক্রিন এর চেয়ে ভাল হতে পারে। যাতে বল সহজে দেখা যায়।'ভবিষ্যত -এ গোলাপি বলে টেস্ট ম্যাচ খেলা নিয়ে ঋদ্ধিমান সাহা জানিয়েছেন,'আমার মনে হয় বেশিরভাগ ম্যাচ লাল বলেই হবে। মাঝে কিছু ম্যাচ গোলাপি বলে হতে পারে। তবে বলের রঙ যাই হোক, আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকবো। কখন কোন ম্যাচ হবে, এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত বিসিসিআইকে নিতে হবে' ।উপনির্বাচনে তিনে তিন করে বিজেপিকে মাত দিলেন দিদি।

টি-২০ সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া

ব্রিসবেন: এক ম্যাচ বাকি থাকতেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ জয় নিশ্চিত করল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাডিলেডের প্রথম টি-২০ ম্যাচে ১৩৪ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নিয়েছিল অজিরা। এবার ব্রিসবেনের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে সিংহলিদের ৯ উইকেটের ব্যবধানে পরাস্ত করল অস্ট্রেলিয়া।গাব্বায় টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। ১৯ ওভারে ১১৭ রানে অল-আউট হয়ে যায় মালিঙ্গারা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৩ ওভারে ১ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৮ রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া।শ্রীলঙ্কা ইনিংসের শুরু থেকেই নিয়মিত অন্তরে উইকেট হারাতে থাকে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন উইকেটকিপার কুশল পেরেরা। ওপেনার দনুস্কা গুণতিলকে করেন ২১ রান। এছাড়া আবিস্কা ফার্নান্ডো ১৭, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ১০, ইসুরু উদানা ১০ ও লকশন সান্দাকান ১০ রানের যোগদান রাখেন। ক্যাপ্টেন মালিঙ্গা আউট হন ৯ রান করে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নিজেদের মধ্যে ২টি করে উইকেট ভাগ করে নেন বিলি স্ট্যানলেক, প্যাট কামিন্স, অ্যাস্টন এগর ও অ্যাডাম জাম্পা।পালটা ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওভারেই ক্যাপ্টেন অ্যারন ফিঞ্চের উইকেট হারিয়ে বসে। খাতা খুলতে পারেননি ফিঞ্চ। স্টিভ স্মিথের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডেভিড ওয়ার্নার দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। প্রথম ম্যাচে দুরন্ত শতরান করা ওয়ার্নার এই ম্যাচেও হাফ-সেঞ্চুরি করেন। তিনি ৯টি চারের সাহায্যে ৪১ বলে ৬০ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে স্টিভ স্মিথ ৩৬ বলে ৫৩ রান করে নট-আউট থেকে যান। অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র উইকেটটি নিয়েছেন মালিঙ্গা।

বুম বুম বুমরা! প্র্যাক্টিসে বলের ঘায়ে দু'টুকরো করে দিলেন স্ট্যাম্প

বাংলাদেশকে ব্যাটিং এবং বোলিং দুই বিভাগের দাপটেই চূর্ণ করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। কিন্তু সেই জয়ের শরিক হিসেবে দলে ছিলেন না ভারতের অন্যতম সেরা পেসার যশপ্রীত বুমরা। চোটের কারণে দলের বাইরেই থাকতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু চোট সারিয়ে প্র্যাক্টিসে ফিরেছেন তরুণ এই পেসার। এবং প্র্যাক্টিসে ফিরেই এমন এক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন, যা দেখে রীতিমতো উল্লসিত হয়ে উঠেছেন তাঁর ভক্তরা।মঙ্গলবার অনুশীলনের একটি ছবি টুইট করেছেন বুমরা। যেখানে দেখা যাচ্ছে এমন গতিতে তিনি বল করেছেন, যে নেটের মধ্যে রাখা তিনটি স্ট্যাম্পের মাঝখানেরটি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেছে। ওই ছবির ক্যাপশনে বুমরা লিখেছেন, ''দ্য এন্ড''! স্বভাবতই এই ছবি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন ভক্তরা। রিটুইট করে অনেকেই আশাপ্রকাশ করেছেন, খুব তাড়াতাড়িই বল হাতে চেনা ছন্দে পাওয়া যাবে বুমরাকে। এক ভক্ত লিখেছেন, ''বুমরাকে ছাড়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের পুরো আনন্দটা পেলাম না।'' আর এক ভক্তের টুইট ''এই দৃশ্যটাই দেখতে চাই। খুব শিগগিরই তুমি দলে ফিরে এসো এবং এভাবেই বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের উইকেট ভেঙে দাও।'' দক্ষিণী ছবির মেগাস্টার আল্লু অর্জুনও বুমরার একজন ভক্ত। তিনি ছবিটি টুইট করে লেখেন, ''ওয়েলকাম ব্যাক।''দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে রয়েছেন এই তারকা পেসার। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়নি তাঁকে। এদিকে ভারতীয় দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণ জানিয়ে দিয়েছেন, চোটের চিকিতসার জন্য অস্ত্রোপচার করাতে হবে না বুমরাকে। যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে নিউজিল্যান্ড সফরেই হয়তো বল হাতে বাইশ গজে ফিরবেন এই মুহূর্তে দুনিয়ার অন্যতম সেরা পেসার।

প্রাক্তন কিংবদন্তি অলরাউন্ডার জ্যাক কালিসের আধ কামানো দাড়ির ছবি

কেপটাউন: প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস তাঁর খেলার জন্য চিরদিন সবার মনে বেঁচে থাকবেন। তাঁর ব্যাটিং ও বোলিং গড় সত্যি ঈর্ষনীয়। সদা শান্ত ফোকাসড। তবে তাঁর সম্প্রতি একটি ঘটনায় বড়সড় বিতর্ক হয়েছে। সম্প্রতি তিনি একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। একটি ছবিতে দেখতে পাওা গিয়েছে মুখের অর্ধেকটা চাপ দাড়ি রয়েছে ও অর্ধেকটা কামানো রয়েছে। অর্ধেক দাড়ি রেখেছেন মুখে বাকি খরচটি কোনও ভাল কাজের জন বায করা সম্ভব হয। এমনই বার্তা দেওয়ার জন্য তিনি অর্ধেক দাড়ি কামিয়ে অর্ধেকটা রেখে দিয়েছেন মুখে।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সঙ্গে সঙ্গে আইপিএলেও তিনি টানা বেশ কয়েকটি মরষশুমে খেলেছেন প্রথম রয়্যাল ট্যালেঞ্জার ও পরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন তিনি। শুধু এই খানেই শেষ নয়, কেকেআরের কোচের ভূমিকায় লক্ষ্য করা গিয়েছে কালিসকে।তবে তাঁর আধমুখ দাড়ি রাখা ছবি নিয়ে বেশ ভাইরাল হয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে কালিস জানিয়েছেন এই ছবি বেশ কিছুদিন ধরেই বিশেষ চর্চায় থাকবে। ১৯৯৫ সালে কালিস আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করেছিলেন। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নিয়েছেন। ৩২৮টি একদিনের ক্রিকেট খেলেছিলেন মোট সংগ্রহ ১১,৫৭৯ রান, গড় ৪৪.৩৬। ১৬৬ টেস্ট ম্যাচে ১৩,২৮৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন রানের গড় ৫৫.৩৭। ৪৫ টি শতরান ও ৫৮টি অর্ধশতরান করেছেন তিনি। একদিনের ক্রিকেটে ২৩৭ ও টেস্টে ২৯২ উইকেট পেয়েছেন।

ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষ সেলিব্রেশনে ম্যানইউ ?যুবভারতী দেখে খুশি ম্যাঞ্চেস্টার কর্তারা

কলকাতা: প্রাথমিক সম্মতি চলে এল। ম্যাচ ফি বাবদ বিশাল অঙ্কের টাকা জমা পড়লেই আসছে জুলাইতে কলকাতায় রেড ডেভিলরা। বৃহস্পতিবার যুবভারতী ও হোটেল ব্যবস্থা দেখে খুশি ম্যান ইউ প্রতিনিধিরা। জুয়ান মাতা, র‍্যাশফোর্ড, ফিল জোনস, ডেভিড জিয়া। সব কিছু ঠিকঠাক চললে জুলাইতেই শহরে রেড ডেভিলরা। বৃহস্পতিবার যুবভারতী ঘুরে দেখে নিলেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। কলকাতার মাঠ-হোটেল সহ অন্যান্য সুবিধে দেখে খুশি ম্যান ইউয়ের প্রতিনিধি দল। জুলাই-অগস্টে কলকাতা, বাংলাদেশ, চিনে তিনটি প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। শতবর্ষ সেলিব্রেশনের অংশ হিসেবে কলকাতায় ম্যান ইউকে খেলাতে তোড়জোড় করছে ইস্টবেঙ্গল।মূলত লাল-হলুদের উদ্যোগেই শহরে ম্যাঞ্চেস্টারের ফুটবল ডিরেক্টর অ্যালেন ডসন ও ট্যুর ডিরেক্টর ক্রিস্টোফার কোমেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যুবভারতীর মাঠ, গ্যালারি দেখে খুশি কুড়িবারের ইপিএল সেরারা। ম্যাচ খেলার ফি বাবদ ম্যান ইউকে দিতে হবে প্রায় কুড়ি থেকে বাইশ কোটি টাকা। রেড ডেভিল ও ইস্টবেঙ্গলের মাঝে বাধা এখন এই বিশালর পরিমাণ অর্থ। তবে হাতে ছয় মাসেরও বেশি সময় থাকায় স্পনসরশিপের দিকটাও খতিয়ে দেখতে চান লাল-হলুদ কর্তারা। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফ্যানবেস বিশ্বজুড়ে। ভারতেও রেড ডেভিলদের সমর্থক প্রচুর। জুয়ান মাতা, র‍্যাশফোর্ডদের কলকাতায় আনার বিষয়ে সেটাই কাজে লাগাতে চান ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। যুবভারতী ঘুরে দেখার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও দফায় দফায় বৈঠক করেন ম্যান ইউ ম্যানেজমেন্ট।কলকাতায় খেলার জন্য আগামী বছরের ২৬ জুলাই অথবা ২রা অগস্ট দুটো তারিখও রিজার্ভ রাখছে ম্যান ইউ ক্লাব কতৃপক্ষ। দেখার এখন, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিশাল পরিমাণ আর্থিক চাহিদা মিটিয়ে যুবভারতীতে রেড ডেভিলদের নামাতে পারেন কী না ইস্টবেঙ্গল কর্তারা।

টেস্ট জয়ের ধারা শুরু করেছিল'' বিরাটের বক্তব্যকে সমর্থন গম্ভীরের

ভারতীয় জমিতে প্রথমবার গোলাপি বলের টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশকে ইনিংস এবং ৪৬ রানে ধরাশায়ী করার পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান বিরাট কোহলি। কোহলি বলেন 'দাদার দল বিদেশি জমিতে টেস্ট ম্যাচে কীভাবে জয়লাভ করতে হয় সেটা দেখিয়েছিলো, আমরা সেই ধারা এগিয়ে নিয়ে চলেছি। বিপক্ষ দলের চোখে চোখ রেখে কিভাবে লড়াই করতে হয় সেটা আমি দাদার কাছ থেকেই শিখেছি' ।কোহলির এই বক্তব্যকে ভালোভাবে নেননি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার। তিনি বলেন 'সৌরভ এখন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট তাই তার মন রাখার জন্য বিরাট তার সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলছে, সৌরভের আগেও অনেক ভারতীয় অধিনায়ক বিদেশের জমিতে টেস্ট ম্যাচ জিতেছে' ।সম্প্রতি গৌতম গম্ভীরকে বিরাট কোহলি ও সুনীল গাভাস্কারের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিরাট কোহলির বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন 'প্রত্যেক ভারতীয় অধিনায়ক নিজস্ব নিজস্ব সময়ে বিদেশের মাটিতে টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করেছেন কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলীর আগ্রাসন ও জয়ের ধারা ছিল অন্যরকম। গাঙ্গুলী যে সময় ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব নিয়েছিলেন তখন পরিবেশ ছিল অন্যরকম তাই তার জয়ের স্বাদটা ছিল একদম ভিন্ন'।

F.No.7(19)-Agri/EE/W/2019-20/Part-II/3672-80 Dated,Agartala,the27/11/2019
PRESS NOTICE INVITING QUATATION NO:-22/Agri/EE/(w)/2019-20

On behalf of the Governor of Tripura sealed separate quotations are invited from genuine owners of Vehicle having Commercial permit for hiring of " Maruti OMNI /Eeco" for use of the Executive engineer (West) Tripura, Agartaia , Department of Agriculture & Farmer's Welfare, Agartala, Tripura to perform office duty within the official jurisdiction (West Tripura, Khowai & Sepahijala district)

Sl No	Description of work	Quantity	Cost of tender document	Quotation dropping centre	Last date & time for receipt of application & issue of quotation form	Date & time for dropping of quotaiotn	Date & time for opening of quotation
1.	2	3	4	5	6	7	8
1	Hirring of 01(One) No. "Maruti Omni/Eeco along with driver" for use of the Executive Engineer (West) Agartala, Tripura Department of Agriculture & Farmers Welfare for a period of 1(one) year (manufacturing not before 2015 made)	1(one)No.	Rs. 500.00 Only	O/O the Executive Engineer (West) Dept. of Agriculture Agartala, Tripura.	On 6/12/2019 Upto 4PM	On 9/12/2019 Upto 3.00 PM	On 9/12/2019 04:00 pm if possible

For details, please contact office of the undersigned
Tender documents are available for inspection in the 0/0 the Executive Engineer (West) Department of Agriculture & Farmer's welfare, Agartala, West Tripura.
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-1754/2019-20

সকলের অঙ্গীকার -করবো না
ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যবহার।

(Er. S.K. Malaker)
Executive Engineer(West)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Tripura, Agartala

PNIT No.F.8(58)/H&SC/TM/2018-19/1384 Dated, 19/11 2019
PRESS NOTICE INVITING e- TENDER

e-Tender is invited from the competent agencies/firms capable of executing Commercial Floricultural Projects on Orchid (Dendrobium) under protected structures of 200 sq. mt. each with Micro irrigation system and also supply of planting materials of Orchid (Dendrobium) for a single unit i.e 200 sq.m area.
The competent agencies/firms capable of executing such projects and have a minimum turnover of Rs. 5.00 crore per year, at least for a period of last three consecutive years, having documentary evidence on completed projects, only would be eligible for participating in this tender process. The Tender value is **Rs. 117.00 lakh** (Rupees One Crore Seventeen Lakh) only.

Sl No.	Name of the work	Tender value (Rupees)	Earnest Money (Rupees)	Completion of project work	Document download and bid submission end date & time	bid opening date	Place of bidding
1.	Commercial Floricultural Projects on Orchid (Dendrobium) under protected structures of 200 sq, mt. each. Total- 26 units	Rs. 1,17,00,000.00	Rs. 5,85,000.00	within 12 months of awarding of work	12/12/2019 at 5:30 PM	13/12/2019 at 1:00 PM	https://tripura tenders.gov.in

Bid(s) shall be opened through online by respective designated Bid openers on behalf of the Director of Horticulture & Soil Conservation, Paradise Chowmuhani, Agartala, West Tripura 799001 and the same shall be accessible by intending bidder through website httes://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact e- mail: dhotripurayahoo.co.in tmcelltripura@gmail.com

ICA/C-1761/2019-20

দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা গড়তে একবার
ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আর নয়।

(Namyajit Chakma)
Director
Horticulture & Soil Conservation,
Tripura, Agartala

জাগরণ 29 November, 2019, Friday আগরতলা ২৯ নভেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ছাত্রীনিবাসে অনিয়ম, খোঁজ নিতে গেলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ নভেম্বর ।। দায়িত্বে গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। দুপুর দুটোয়ও মিলেনি খাবার। চরম অনিয়ম ও দুর্নীতি ধরা পড়ল কদমতলার আরএসটিসি ছাত্রী আবাসিক হোস্টেলে। উত্তর জেলার কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ভেতরে ২০১০ সালে ৬ জানুয়ারি আরএস টিসি ছাত্রী আবাসিকটি তৈরি হয়। ধর্মনগর শিক্ষা দপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কদমতলা আরএসটিসি পরিচালনা হয়ে থাকে। এই হোস্টেলে মোট ২৬জন ছাত্রী রয়েছে। গরিব অনাথ ছাত্রীদের এখানে এনে পড়াশোনা করানো হয়। সাথে টিফিন এবং ৩ বেলা ভাত খাওয়ানোর জন্য প্রতিদিন মাথাপিছু ৩৩ টাকা করে বরাদ্দ হয়।

কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ৩ বেলা খাওয়ানোয় রয়েছে চরম অনিয়ম। তথাকথিত বাম জমানা থেকে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের এক গুচ্ছ অভিযোগ ছিলো। শুধু তাই নয়, লাল বাড়ির ঘনিষ্ঠ ২ জন রাধুনি ছোট ছোট ছাত্রীদের খাওয়ার চাল, ডাল ও সবজি চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। কদমতলা আরএসটিসি ছাত্রী আবাসে ক্লাস য়্যান থেকে এইট পর্যন্ত ছাত্রীদের পঠনপাঠন হয়ে থাকে। মৌসুমী নাথ নামে মাত্র একজন শিক্ষিকা রয়েছেন। ওয়ার্ডেন বাসন্তী চক্রবর্তী ও রাধুনি দুইজন থাকলেও তাদের মধ্যে তালমিলের বড্ড অভাব। এলাকাবাসী সহ অভিভাবকদের অভিযোগ, ঠিকমতো খাবার পাচ্ছে না এই হোস্টেলের ছাত্রীরা।

এই হোস্টেলে বহু অনিয়ম সহ বিভিন্ন অভিযোগ ছিল। রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী ও কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আরএসটিসি ছাত্রী আবাস পরিদর্শনে সন্তুষ্ট নয় আবাসের দায়িত্বে থাকা দুই রাধুনি। বিশেষ করে রাধুনি রুনা নাথ রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর সাথে কিছুটা দুর্ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে কে উত্তর না দিয়ে সরে যান। আর তাতে চটে লাল রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। শুধু তাই নয়, সংবাদ কর্মীদের ক্যামেরায় দুই রাধুনির অনিয়মের চিত্র ধরা পড়ল। বেলা আড়াইটা বাজে, কিন্তু ছাত্রীদের জন্য রান্না ঘরে কোন রান্নার সরঞ্জা তৈরি করা হলো না। অবশেষে কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মিড ডে মিলের সাথে দুপুরের খাবার খেল আরএসটিসি ছাত্রী আবাসের কচিকাঁচা ছাত্রীরা।এদিকে ছাত্রীরা জানায়, ওরা সকালবেলা হাল্কা টিফিন পেয়ে থাকে।

তারপর কদমতলা স্কুলের মর্নিং সেকশনের মিড ডে মিল থেকে সকালের খাবার খায়। কোনদিন দুপুরবেলা কদমতলা বিদ্যালয় থেকে তাদের দুপুরের খাবার জুটে। আর সন্ধ্যা বেলায় রাত্রির খাবার আরএসটিসি হোস্টেল কর্তৃপক্ষ থেকে পায় বলে জানায় কচিকাঁচা ছাত্রীরা। যদিও দুপুর দুটো এবং সন্ধ্যা সাতটায় আরএসটিসির রাধুনিরা তাদের ভাত খাওয়ানোর কথা কিন্তু দুপুর তিনটা থেকে সাড়ে তিনটে এবং রাত ছয়টার ভিতরে তাদের খাওয়ানো হয়ে যায়। ছাত্রীরা আরো জানায়, আরএসটিসি হোস্টেলে থেকে যে খাবার ওরা পেয়ে থাকে তা খাওয়ার অযোগ্য। কচিকাঁচা ছাত্রীদের একটাই দাবি তাদের যেন তিন বেলা পেট ভরে খেতে দেওয়া হয়। এখন দেখার বিষয় কদমতলা আরএসটিসি কর্তৃ পক্ষ সকল ছাত্র-ছাত্রীদের খেতে পেট ভরে খেতে দেবে নাকি পূর্বের মতো দুর্নীতি ও অনিয়মে ডুবে থাকবেন?

বৃহস্পতিবার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

১৯ মাসে বিজেপি জোট সরকার রাজ্যবাসীর সর্বনাশ করেছে, অভিযোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ নভেম্বর ।। রাজ্যে ১৯ মাসে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট সরকার রাজ্যবাসীর সর্বনাশ করে ফেলেছে। আইনশৃঙ্খলা, রেগার কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীদের উপর অত্যাচার সবকিছু থেকেই সরকার ব্যর্থ বলে বৃহস্পতিবার দুপুরে উদয়পুর কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথাগুলি বলেন, কংগ্রেস রাজ্য নেতা সুবল ভৌমিক। উদয়পুরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সুবল ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দেববর্মা, মহকুমা কংগ্রেস নেতা মিলন কর সহ প্রমুখ। বৃহস্পতিবার সকালে গত ২১শে নভেম্বর কিল্লা থানার অন্তর্গত বিকলাঙ্গ স্বামী জয়ন্ত হরি জমাতিয়ার ২৬ বছরের স্ত্রী এলাকার দুই যুবক সুমন জমাতিয়া এবং রতন বিজয় জমাতিয়া ধর্ষণ করে। এজন্য মহিলার বাড়িতে গিয়ে সান্তনা জানিয়ে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান রাজ্যে প্রতিদিন খুন, সন্ত্রাস, নারী ধর্ষণ থেকে শুরু করে চারিদিকে অভাব শুরু হয়েছে। ১০, ৩২৩ অ্যাডহক শিক্ষকদের মধ্য উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে বলে জানান। নাগরিকত্ব বিল বিরোধীতা করে জানান, রাজ্যে এ বিল চালু হতে দেওয়া হবে না। বিজেপি শাসনে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তর, পূর্ত দপ্তর সহ ৫৭টি দপ্তরেই চলছে অরাজকতা। কংগ্রেস দল সারা রাজ্যে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে জানান।

ধর্মনগরে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ নভেম্বর ।। খাদ্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া ওজন ও পরিমাপ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব-র সভাপতিত্বে আজ ধর্মনগর টাউন হলে এই তিনটি দপ্তরের কাজকর্মের বিষয়ে পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তিনটি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

কাজকর্মের আলোচনা করতে গিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, জেলরা প্রতিটি ন্যায্যমূল্যের দোকানে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ভোক্তাগণ যেন সঠিক পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্যের ওজন ও পরিমাপ ঠিক রাখা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাজারগুলি নিয়মিত পরিদর্শনের কথাও বলেন তিনি। আলোচনা করতে গিয়ে তিনি জানান, ধর্মনগরে একটি ওপেন টিম স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। পর্যালোচনা সভায় আলোচনা করেন ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য। আলোচনা করেন খাদ্য দপ্তরের উপ-অধিকর্তা রাজু দেব, সহ অধিকর্তা সমীর রঞ্জন চাকমা, স্পোর্টস অফিসার বিভা বসু গোস্বামী, ওজন পরিমাপ দপ্তরের অ্যাসিস্টেন্ট কনট্রোলার সমীরণ রায়। সমাজসেবী যাদব লাল নাথও পর্যালোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন।

সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞার বিতর্কিত মন্তব্যের কড়া আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : নাথুরাম গডসেকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বিজেপি সাংসদকে ''সন্ত্রাসবাদী'' বলে তোপ দেগেছেন সোনিয়া-পুত্র। বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধী ট্যুইটে বলেন, ''সন্ত্রাসবাদী প্রজ্ঞা সন্ত্রাসবাদী গডসেকে দেশপ্রেমিক বলেন। ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে এটা অন্ধকারময় দিন।'' সংসদের বাইরেও এই প্রসঙ্গে আক্রমণ শানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, ''তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা বিজেপি ও আরএসএস-এর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। এটা লুকনো যাবে না। ওই মহিলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে আমি নিজের সময় নষ্ট করব না।'' সাধ্বী প্রজ্ঞার মন্তব্য নিয়ে এ দিন বিরোধীরা তুমুল শোরগোল করেন লোকসভায়। অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জানান, ''সাধ্বীর ওই মন্তব্য রেকর্ড থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাই নিয়ে কী ভাবে আর বিতর্ক হয়?'' তবে একই দাবিতে সোচ্চার ছয়ের পাতায় দেখুন

গডসেকে 'দেশভক্ত' বলায় শাস্তির মুখে বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : নাথুরাম গডসেকে 'দেশভক্ত' বলায় শাস্তির মুখে পড়তে হল মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে। সংসদে দাঁড়িয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল বিরোধীরা। চাপের মুখে প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়। প্রতিরক্ষা কমিটি থেকে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছে। এই মন্তব্যের কড়া নিন্দা করেছে বিজেপি। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য করা হয়েছিল প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে। গডসে নিয়ে মন্তব্য করায় বৃহস্পতিবার সেই পদ থেকে তাঁকে অপসারিত করার প্রস্তাব করেন বিজেপির কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডা। এ ছাড়াও তিনি জানান, ''আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে অধিবেশন চলাকালীন বিজেপির সংসদীয় বৈঠকেও যোগ দেবেন না ঠাকুর।'' এর আগেও ভোটের প্রচারে একই মন্তব্য করেছিলেন সাধ্বী প্রজ্ঞা। বুধবার সংসদের নিম্নকক্ষে এসিপিজি বিল নিয়ে আলোচনার সময় তিনি ফের বলেন, 'নাথুরাম গডসে এক জন দেশভক্ত।' মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী একজন দেশপ্রেমিক। স্পিকার তাঁর এই কথা কার্যবিবরণী থেকে বাদ দিয়ে দেন। এ কথা শুনে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন বিরোধীরা। কংগ্রেস বলে, অত্যন্ত নিন্দনীয় মন্তব্য। দৃশ্যতই অস্বস্তিতে পড়ে যান বিজেপি সাংসদরা।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আজ সচিবালয়ে ত্রিপুরায় নিযুক্ত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার কিরাটী চাকমা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। আগামী বছরের ১৭ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার যে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেই অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে উপস্থিত থাকতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

আজ শ্রীচাকমা বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণপত্র মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হাতে তুলে দেন। সাক্ষাৎকালে মুখ্যমন্ত্রী ভারত - বাংলাদেশের যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়িগুলি যেন ডেস্টিনেশন টু ডেস্টিনেশন চলাচল করতে পারে সেই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, ইমিগ্রেশন পয়েন্টে যাত্রীদের সুবিধার্থে নিয়মকানুনের সরলীকরণ হলে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আরও গতিশীল হবে। দু'দেশের মানুষ এর মাধ্যমে লাভবান হবেন বলে তিনি আশাব্যক্ত করেন। আলোচনাকালে বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কিরীটী চাকমা আগরতলায় শহীদ মিনার স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকারের সময় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন, আগরতলা কার্যালয়ের সেকেন্ড সেক্রেটারি এসএম আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির সৎ প্রচেষ্টায় ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে : অমিত শাহ

ঘড়ওয়া(ঝাড়খন্ড), ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেসের কোলে বসে ক্ষমতার স্বাদ নিতে চাইছে হেমন্ত সোরেন। বৃহস্পতিবার ঘড়ওয়ার জনসভা থেকে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সুপ্রিমোকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

এদিন ঘড়ওয়ার নির্বাচনী জনসভা বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সৎ প্রচেষ্টার জন্য এখন গোটা বিশ্বে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতার লোভে ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো হেমন্ত সোরেন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ঝাড়খন্ডবাসীর পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি কোনওদিনই মেনে নেয়নি কংগ্রেস। কংগ্রেসের কোলে বসে ক্ষমতার স্বাদ নিতে চায় হেমন্ত সোরেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিজেপি সরকারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানিয়েছেন, রঘুবর দাসের নেতৃত্বে ঝাড়খন্ড উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি জানিয়েছেন, রাজ্য থেকে মাওবাদীদের চিরকালের জন্য উপড়ে ফেলা হবে। বন্দুক-গুলি দিয়ে উন্নয়ন হয় না, ব্যালটের মাধ্যমেই উন্নয়ন সম্ভব।

রাজ্যের চার দফায় উন্নয়ন করবে বিজেপি সরকার।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যবাসীদের স্থায়ী সরকার উপহার দেওয়ার পাশাপাশি ঝাড়খন্ডে চার দফায় উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে রঘুবর দাসের সরকার। গড়বা বিধানসভা কেন্দ্রে ৫১৫ কোটি ব্যায় করে সড়ক তৈরি করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌছিয়ে যাবে।

এদিনের জনসভায় অমিত শাহের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজিপি ডি কে পান্ডে, সাংসদ বি ডি রাম, বিজেপি নেতা আদিত্য সাহু, জওয়াহর পাসওয়ান, গিরিন্দ্রনাথ পাণ্ডে, মুকেশ নিরঞ্জন সিনহা, বিজেপির জেলা সভাপতি ওমপ্রকাশ কেশিয়ারি এবং মুরলীশ্যাম সেনি।

আওয়ামি লিগের প্রাক্তন সাংসদ লিটন হত্যা মামলায় ৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : সাত জঙ্গির মৃত্যুদণ্ডের পর এবার আওয়ামি লিগের প্রাক্তন সাংসদ মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করল আদালত। প্রয়াত লিটন বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তের গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ)-এর সাংসদ ছিলেন। বৃহস্পতিবার গাইবান্ধার জেলা ও দায়রা জজ দিলীপ কুমার ভৌমিক ৭ জনের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। তবে চক্রান্তকারী ও প্রাক্তন সাংসদ কাদের খানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর কাদের খানের ব্যক্তিগত সচিব শামছুজ্জোহা, গাড়িচালক হান্নান, ভাইপো মেহেদি, শাহীন ও রানা, চন্দন কুমার রায় ও সুবল। চন্দন পলাতক হলেও বাকিরা জেলবন্দি রয়েছে। আর কসাই সুবল অসুস্থ অবস্থায় জেলেই মারা গিয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর সন্ধেয় সুন্দরগঞ্জের বামনডাঙার মাস্টারপাড়ার বাড়িতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন তৎকালীন এমপি মঞ্জুরুল ইসলাম লিটন। এই ঘটনায় ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি অজ্ঞাতপরিচয় পাঁচ-ছজনকে অভিযুক্ত করে সুন্দরগঞ্জ থানায় মামলা করেন লিটনের বড় বোন ফাহমিদা কাকলী বুলবুল। দীর্ঘ তদন্তের ২০১৭ সালের ৩০ এপ্রিল জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রাক্তন এমপি কর্নেল(অবসরপ্রাপ্ত) আবদুল কাদের খান-সহ আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ।

এই মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয় ৩১ অক্টোবর। আদালতে মামলার নিহতের স্ত্রী ও তদন্ত আধিকারিকসহ ৫৯ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। গত ১৯ নভেম্বর মামলার সাক্ষী ও আসামিদের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল শেষে বৃহস্পতিবার রায়ের দিন ধার্য করেন বিচারক। আর পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার এই মামলায় দোষী সাব্যস্তদের প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিলেন

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের প্রচারপর্ব শেষ

রাঁচি, ২৮ নভেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় ঝাড়খণ্ডে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্বের ১৩ টি আসনের নির্বাচনের প্রচার পর্ব শেষ হল। নিয়ামুসারে, নির্বাচনের ৪৮ ঘন্টা আগে নির্বাচনী প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আগামী ৩০ নভেম্বর নিম্নরূপ আসনগুলিতে ভোটগ্রহণ হবে। এই পর্বের ১৩ টি আসনের মধ্যে রয়েছে চতরা, গুমলা, বিসুনপুর, লোহরদগা, মানিকা, লাতেহার, পাঁকি, ডাল্টনগঞ্জ, বিশ্রামপুর, ছতরপুর, হুসেনাবাদ, গড়ওয়া ও ভবনাথপুর। প্রথম পর্যায়ে পালামু, লাতেহার, গড়ওয়া, গুমলা, লোহরদগা আসনগুলোকে অতি স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। চতরা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম এই ১৩ টি আসনে মোট ১৮৯ জন প্রার্থী মাঠে রয়েছেন। ভবনাথপুর আসনে সর্বাধিক ২৮ জন প্রার্থী রয়েছেন, আর চতরাতে মাত্র ৯ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রথম পর্যায়ে মোট ৩৭ লাখ ৮৩ হাজার ৫৫ জন ভোটার ভোটদান করবেন। এই শীর্ষস্থানীয় প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে এই পর্বে কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি ও দলীয় প্রার্থী ডাঃ রামেশ্বর ওঁরাও, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সহ বিজেপি প্রার্থী সুখদেব ভগত, আজসুর নীরু শান্তি ভগত বিশিষ্ট প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। ডাল্টনগঞ্জে ছয়ের পাতায় দেখুন

টাকার লড়াইয়ে হেরেছি আমরা জানালো জোট ও বিজেপি প্রার্থী

খড়্গপুর, ২৮ নভেম্বর (হি. স.) : টানা ৫ মাস ধরে খড়্গপুর নিয়ে রণকৌশল তৈরি করেছিলেন রাজ্যের তৃণমূলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী । তারপরে হাজির হয়েছিলেন টিম পিকে-র কর্মীরা । পাল্টা নিজেদের মতো করে রণকৌশল সাজিয়েছিলেন বিজেপির সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ । কিন্তু তাঁর রণকৌশলকে স্তব্ধ করতে প্রার্থী প্রেমচাঁদ ঝা কে মামলাতে আটকে দেয় পুলিশ । কোর্টের গেরো নিয়েই মাঠে প্রচার করেছিলেন তিনি । কিন্তু তার লড়াইয়ে অন্যতম বাধা ছিলেন বিজেপির পুরনো নেতা প্রদীপ পট্টনায়েক । শুরু থেকেই দিলীপ ঘোষের অভিযোগ ছিল- তৃণমূলের সাথে যোগসাজোশ করেই ভোট কাটতে মাঠে নেমেছেন প্রদীপ । যিনি কিনা শেষ পর্যন্ত নোটা-র ভোটেরও অর্ধেক ভোট পেয়েছেন ।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় কয়েকদশক ধরে দখলে রাখা খড়্গপুর সদর বিধানসভাকে জ্ঞানসিং সোহন পাল তথা চাচা-র হাত থেকে দখল করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ।মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে ৬৩০৯ ভোটের ব্যাবধানে জয়লাভ করেছিলেন তিনি । সেদিন তৃণমূলের প্রার্থী পেয়েছিলেন ৩৪০৮৬ ভোট । এরপর ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে মেদিনীপুর লোকসভাতে বিজেপি জয়লাভ করলে সেখানেও খড়্গপুর সদর বিধানসভার হিসেবে ৩৫৬০০ ভোটে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূলের প্রার্থীর থেকে ।

কিন্তু তারপর থেকেই রাজনৈতিক চাল শুরু করেছিল তৃণমূল । শুভেন্দু অধিকারী উত্তরদিনাজপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের দায়ীত্ব নিয়ে রণকৌশল সাজান । খড়্গপুরের জন্যই ৫২ জন পর্যবেক্ষক নিয়ে কাজ শুরু করেন । অন্যদিকে উপনির্বাচনের একমাস আগে থেকেই টিম পিকে কাজ শুরু করে ভেতরে ভেতরে । দলের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অভ্যন্তরীন কোন্দল মেরামত করে মানুষের সঙ্গে নেতাদের গ্যাপ মিটিয়েছেন টিম পিকে-র কর্মীরা । ফলস্বরুপ কুড়ি হাজারের বেশি ভোটে জয়লাভ । জয়ের পরে তৃণমূলের প্রার্থী প্রদীপ সরকার বলেন-এই জয় মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উন্নয়ন, শুভেন্দু অধিকারীর পরিকল্পনা,কর্মীদের পরিশ্রমের জয় । এই জয় নিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন-মানুষের সম্মিলীত জয়। ৫ মাস ধরে কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে এর পেছনে । অকর্মন্য দিলীপ ঘোষেদের ঔদ্ধত্যকে মানুষ জবাব দিয়েছে । দায়ীত্ব বাড়লো, মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরন করতে হবে ।আমি আমি নয়, আমরা আমরা করলে সব যুদ্ধ জয় করা যায় । বিজেপির পরাজিত প্রার্থী প্রেমচাঁদ ঝা বলেন- প্রশাসনের মদতে তৃণমূলের প্রার্থী দশ কোটির বেশি টাকা খরচ করেছে । সেই টাকার লড়াইয়ে হেরেছি আমরা । রিগিং ও হয়েছে । বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থী চিত্ত মন্ডল বলেন- রিগিং নয়, মানুষের ভেটেই আমরা হেরেছি । তবে টাকার খেলা হয়েছে ব্যাপক ভাবে । তবে যে বিজেপির বিরুদ্ধে বিজেপি বাঁচাও কমিটির ব্যানারে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন সেই প্রদীপ পট্টনায়েক ভোট পেয়েছেন ৭৬২ টি । যেখানে নোটাতেই ভোট পড়েছে ১৭০৫ টি ।

মহাশক্তিতে মাটির সাথে মিলল কঙ্কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ নভেম্বর ।। আগরতলা শহর সংলগ্ন যোগেন্দ্রনগর মহাশক্তি এলাকায় কৃষ্ণ শীলের বাড়িতে মাটি ফেলার জন্য কেরিং করিয়ে মাটি আনে। সেই মাটি পুনরায় বাড়ির সামনে থেকে ভেতরে নেওয়ার সময় মাটি বহনকারী শ্রমিকরা মাটির ভেতর থেকে এক নরকঙ্কালের মুন্ড ও হাঁড় উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নরকঙ্কাল মুন্ড ও হাঁড় উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।